ডাক দিয়ে যাই

বার্ষিক প্রতিবেদন
২০২৪-২০২৫

বার্ষিক প্রতিবেদন

জুলাই ২০২৪ খ্রিঃ থেকে জুন ২০২৫ খ্রিঃ

প্রস্তুতকারী :

মো: হাসান সরোয়ার (মামুন), সিনিয়র সমন্বয়কারী (আইটি)।

অবদানকারীগণ :

সংস্থার কর্মসূচি ও প্রকল্প প্রধানগণ এবং প্রধান কার্যালয়ের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাবৃন্দ।

প্রচ্ছদ আলোকচিত্র :

মো: জাকির হোসেন, ইউপিসি, সমৃদ্ধি কর্মসূচি।

সম্পাদনা :

মো: শাহজাহান গাজী, নির্বাহী পরিচালক
মোসাম্মৎ শাহানাজ পারভীন, উপ-নির্বাহী পরিচালক
মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম খান, পরিচালক।

অলঙ্করণ ও মুদ্রণ :

রুনিক, ৩/৪-এ, পুরানা পল্টন, সাব্বির টাওয়ার, ঢাকা-১০০০।

প্রকাশনায় :

ডাক দিয়ে যাই

বাড়ি নং-১, বাইপাস সড়ক, মাছিমপুর, উপজেলা: পিরোজপুর সদর
জেলা: পিরোজপুর-৮৫০০, বাংলাদেশ।
ফোন : +৮৮-০২৪৭-৮৮৯০৬০৩, ০১৮৯৮-৮৪৮২৮৯
ই-মেইল : info@ddjbd.org, ddj_org@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.ddjbd.org

সূচিপত্র

চেয়ারম্যানের কথা ০৩
নির্বাহী পরিচালকের কথা ০৪
সংস্থার প্রেক্ষাপট ০৫
সংস্থার ভিশন, মিশন, মূল্যবোধ, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ০৬
সংস্থার নিবন্ধন তথ্য ০৬

কর্মসূচি/প্রকল্প/কর্মকান্ড

১. ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি ০৭
২. দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবার সমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মসূচি (সমৃদ্ধি) ১৫
৩. বিডি রুরাল ওয়াশ ফর এইচসিডি প্রকল্প ২৫
৪. দুঃস্থ মহিলা কল্যাণ (ভিডব্লিউবি) কর্মসূচি ২৭
৫. লার্নিং এন্ড ইনোভেশন ফান্ড টু টেস্ট নিউ আইডিয়াজ প্রকল্প ৩১
৬. এমআরএ-এমএফআই উচ্চ শিক্ষা বৃত্তি কর্মকান্ড ৩২

অন্যান্য

১. ক্রেডিট রেটিং রিপোর্ট ২০২৫ ৩৫
২. নিরীক্ষা প্রতিবেদন - জুলাই-২০২৪ খ্রিঃ থেকে জুন-২০২৫ খ্রিঃ ৩৬

চেয়ারম্যানের কথা

'ডাক দিয়ে যাই' সংস্থার আর্থিক সামর্থ্যের ভিত মজবুদ করাসহ সংস্থার দীর্ঘমেয়াদী স্থায়ীত্বশীলতার কথা চিন্তা করে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে আমরা দেশের প্রাকৃতিকভাবে দুর্যোগপ্রবণ দক্ষিণাঞ্চল থেকে অপেক্ষাকৃত কম ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা মাদারীপুর জেলার মাদারীপুর সদর, শিবচর ও রাজৈর উপজেলায় নতুন ৫টি শাখা কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ কার্যক্রম সম্প্রসারণ করেছি। নতুন নতুন এলাকায় কার্যক্রম সম্প্রসারণ করা আমাদের কৌশলগত পরিকল্পনারই অংশ এবং এই পরিকল্পনার ধারা আগামী দিনগুলিতেও অব্যাহত থাকবে। এছাড়া, বর্তমান পরিবর্তনশীল বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে আর্থ-সামাজিক অবস্থার দ্রুত রুপান্তর ঘটছে, যার প্রভাব আমাদের দেশেও দৃশ্যমান। এই পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সংস্থাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিতে আমাদের আধুনিক ও নতুন নতুন কর্মকৌশল গ্রহণ করা এখন সময়ের দাবি।

আমরা বিশ্বাস করি যে, পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে অতীতের সকল পশ্চাদপদতা, বাধা ও সংকীর্ণ স্বার্থকে অতিক্রম করে আমাদের সমাজ ও দেশ একটি উন্নত, সমৃদ্ধ, উদার ও আধুনিক দেশ গঠনের স্বপ্ন নিয়ে দৃপ্ত পায়ে এগিয়ে যাবে। একই সাথে দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার পরিবর্তনে অবদান রাখা অসংখ্য বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার একটি হিসেবে আমাদের সংস্থা আগামী দিনগুলিতে দেশের গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠিকে তাদের দারিদ্র পরিস্থিতি থেকে উত্তরণে আরও বলিষ্ঠ ও কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। আমাদের এই উন্নয়ন অভিযাত্রায় দেশি-বিদেশি উন্নয়ন সহযোগী, সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠান, সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং আমাদের প্রাণপ্রিয় উপকারভোগীদের নিরন্তর সহযোগিতা আমাদের শক্তি হয়ে থাকবে।

পরিশেষে, আমি সংস্থাকে এগিয়ে নেওয়ার ক্ষেত্রে সংস্থার নিবেদিতপ্রাণ কর্মীবাহিনী, সংস্থার সাধারণ ও কার্যনির্বাহী পরিষদের সম্মানীত সদস্যবৃন্দসহ সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। একই সাথে অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রস্তুত ও প্রকাশে অবদান রাখা সংশ্লিষ্ট সকল সহকর্মীকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাচ্ছি। পরম করুণাময় আমাদের সহায় হোন। আমাদের সকল উন্নয়ন প্রচেষ্টা সফল হোক।

মনজুর মোর্শেদ তালুকদার
চেয়ারম্যান
ডাক দিয়ে যাই।

পিরোজপুর
৩০ জুন ২০২৫ খ্রিঃ

নির্বাহী পরিচালকের কথা

'ডাক দিয়ে যাই' সংস্থার কর্ম এলাকা বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে অবস্থিত। ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে এই অঞ্চলটি ঘূর্ণিঝড়, জলোচ্ছ্বাস এবং লবণাক্ততার মতো প্রাকৃতিক দুর্যোগের প্রতি অত্যন্ত সংবেদনশীল। প্রায় প্রতি বছরই উপকূলীয় অঞ্চলের মানুষের চির সাথী প্রাকৃতিক দুর্যোগ আমাদের এগিয়ে যাওয়ার পথে বাধ সাধে। এ কারণে সংস্থার স্থায়ীত্বশীলতার প্রশ্নে আমাদেরকে নতুনভাবে চিন্তা-ভাবনা করতে হচ্ছে। এ চিন্তার অংশ হিসেবে আমরা ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে চেষ্টা করেছি সংস্থার কর্মকান্ড প্রাকৃতিক দুর্যোগের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম ঝুঁকিপূর্ণ এলাকায় সম্প্রসারণ করার, যাতে সংস্থার সার্বিক অর্থনৈতিক সামর্থ্যের উপর প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণে সৃষ্ট প্রভাব কিছুটা হলেও কমিয়ে আনা যায়। এ লক্ষ্যে আমরা অর্থবছরে মাদারীপুর জেলার মাদারীপুর সদর, শিবচর ও রাজৈর উপজেলায় ৫টি শাখা কার্যালয় চালু করেছি। এই কার্যালয়সমূহের মাধ্যমে উল্লেখিত অঞ্চলের দরিদ্র মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার পরিবর্তনের লক্ষ্যে আমরা ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন শুরু করেছি, যার প্রধান কৌশল হিসেবে আমরা ক্ষুদ্র, ছোটো ও মাঝারী উদ্যোক্তা সৃষ্টির উপর জোর দিয়েছি। বর্তমানে বৈশ্বিক পরিবর্তনের প্রভাবে আমাদের দেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। এই পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে স্বল্প ও দীর্ঘ মেয়াদী কর্মকৌশল গ্রহনের মাধ্যমে আমরা আমাদের সংস্থাকে স্থায়িত্বশীলতার পথে এগিয়ে নিতে পারবো বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি। এক্ষেত্রে আমাদের সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক সহযোগিতা প্রয়োজন।

আমরা আশা করছি- আমাদের সংস্থার স্থায়ীত্বশীলতার প্রচেষ্টায় সংশ্লিষ্ট সকলের আন্তরিক সহযোগিতা পাবো। একই সাথে বিগত সময়ে আমাদের উন্নয়ন প্রচেষ্টায় সহযোগিতা প্রদানের জন্য দেশি-বিদেশী উন্নয়ন সহযোগী, জাতীয় ও স্থানীয় পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠান সমূহের সকল স্তরের কর্মকর্তা ও কর্মী, সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ এবং সর্বস্তরের উপকারভোগীর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। সংস্থার বার্ষিক প্রতিবেদন প্রকাশের এই ক্ষণে আমি অশেষ কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি- সংস্থার সাধারণ ও কার্যনির্বাহী পরিষদের সম্মানীত সদস্যগণের প্রতি, যাঁদের দিক্‌নির্দেশনা, পরামর্শ, আন্তরিক সহযোগিতার কারণে সংস্থার কর্মকান্ড ক্রমান্বয়ে এগিয়ে নেওয়া সম্ভব হচ্ছে।

পরিশেষে, ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরের এই বার্ষিক প্রতিবেদনটি প্রস্তুত ও প্রকাশের সাথে সংশ্লিষ্ট আমার সহকর্মীদের আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি। উন্নয়ন প্রচেষ্টায় আগামী দিনগুলিতেও যাতে আমাদের সাফল্যের ধারা অব্যাহত থাকে; সেজন্য মহান সৃষ্টিকর্তার দরবারে প্রার্থনা করি।

মোঃ শাহজাহান গাজী
নির্বাহী পরিচালক
ডাক দিয়ে যাই।

পিরোজপুর
৩০ জুন ২০২৫ খ্রিঃ

সংস্থার প্রেক্ষাপট

বাংলাদেশের সর্ব দক্ষিণের পিরোজপুর জেলার একটি প্রত্যন্ত অঞ্চল ইন্দুরকানী উপজেলার (তৎসময়ের পিরোজপুর সদর উপজেলা) একটি গ্রামের নাম 'চরবলেশ্বর'। এই গ্রামেই ১৯৮২ সালের ১০ ডিসেম্বর 'ডাক দিয়ে যাই' সংস্থার বর্তমান নির্বাহী পরিচালক জনাব মোঃ শাহজাহান গাজী-র ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় ও উদ্যোগে একটি বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা হিসেবে এই সংস্থার আত্মপ্রকাশ ঘটে। সংস্থার জন্মলগ্ন থেকে তিনি সহকর্মীদের নিয়ে নিরলস পরিশ্রম ও মেধার মাধ্যমে সংস্থাকে বর্তমানে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে নিয়ে এসেছেন। 'ডাক দিয়ে যাই' সংস্থা ইন্দুরকানী উপজেলায় গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর মাঝে সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে যাত্রা শুরু করে। ১৯৮৪ সালে সংস্থায় ক্ষুদ্র পরিসরে দল গঠন, সঞ্চয় সংগ্রহ এবং ঋণদান কর্মসূচির সূচনা হয়। পরবর্তীতে সংস্থা দরিদ্র জনগোষ্ঠীর সার্বিক উন্নয়নের লক্ষ্যে একের পর এক বিভিন্ন প্রকল্প ও কর্মসূচি গ্রহণ করে। ১৯৮৮ সালের ২৯ নভেম্বর বাংলাদেশের দক্ষিণাঞ্চলে ধ্বংসাত্মক ঘূর্ণিঝড় আঘাত হানে। ঘূর্ণিঝড়ে পিরোজপুর জেলার ইন্দুরকানী উপজেলার বালিপাড়া ইউনিয়ন ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এই দুর্যোগের প্রেক্ষাপটে সেন্টার ফর ডেভেলপমেন্ট সার্ভিসেস (সিডিএস) এর মাধ্যমে ওভারসিস ডেভেলপমেন্ট এন্ড এডমিনিস্ট্রেশন (ওডিএ) এর আর্থিক সহায়তায় সংস্থা উক্ত ইউনিয়নে ব্যাপকভাবে ত্রাণ ও পুর্নবাসন কর্মকান্ড পরিচালনা করে। উক্ত ত্রাণ ও পুর্নবাসন কর্মকান্ডে সংস্থার সকল কমিটি সদস্য এবং কর্মী বাহিনীর অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে জনজীবনে স্বাভাবিকতা ফিরে আসে। ফলে সংস্থা দরিদ্র জনসাধারণের অতি নিকটে চলে আসে। সংস্থা ১৯৮৯ সালে সিডিএস এর মাধ্যমে বাংলাদেশ পপুলেশন এন্ড হেলথ্ কনসোটিয়াম (বিপিএইচসি)-র আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় মা, শিশু-স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্প শুরু করে।

সংস্থা ১৯৯২ সাল থেকে ডিসেম্বর ২০০৪ সাল পর্যন্ত সরাসরি বিপিএইচসি-র আর্থিক ও কারিগরি সহায়তায় বিভিন্ন শিরোনামে ও মেয়াদে অত্যন্ত সফলতার সাথে উক্ত প্রকল্প বাস্তবায়ন করে। মা, শিশু-স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা প্রকল্প বাস্তবায়নে সফলতা স্বরূপ 'ডাক দিয়ে যাই' সংস্থা বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক জাতীয় পর্যায়ে ১৯৯৮-১৯৯৯ মেয়াদে একবার এবং ১৯৯৯-২০০০ মেয়াদে একবার বরিশাল বিভাগের শ্রেষ্ঠ বেসরকারি সংস্থা নির্বাচিত হয়। সংস্থা ১৯৯০ সালে এনজিও ফোরাম ফর ড্রিংকিং ওয়াটার সাপ্লাই এন্ড স্যানিটেশন এর আর্থিক সহায়তায় ওয়াটার এন্ড স্যানিটেশন প্রকল্প শুরু করে। পিকেএসএফ এর সহযোগী সংস্থা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার লক্ষ্যে 'ডাক দিয়ে যাই' সংস্থা ১৯৯৩ সালে পিকেএসএফ-এ আবেদন করে। সংস্থার আবেদনের প্রেক্ষিতে তখনকার সময়ে ঢাকা থেকে পিরোজপুর এবং পিরোজপুর থেকে ইন্দুরকানী উপজেলাস্থ বালিপাড়া যাওয়ার নিদারুন যোগাযোগ ব্যবস্থা উপেক্ষা করে পিকেএসএফ এর অতিরিক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক ড. মোঃ জসীম উদ্দিন স্টিমার ও ট্রলার যোগে বালিপাড়াস্থ সংস্থার তৎকালিন প্রধান কার্যালয় ও মাঠ পর্যায়ের কার্যক্রম পরিদর্শনে আসেন। এই পরিদর্শনে তিনি সংস্থার কর্মকান্ডে সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন এবং 'ডাক দিয়ে যাই' সংস্থা বৃহত্তর পরিসরে গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৪ সালের জানুয়ারি মাসে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশনের কাছ থেকে ১ লক্ষ টাকা আর্থিক সহায়তা গ্রহণ করে গ্রামীণ ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি শুরু করে। তখন থেকে দরিদ্র জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে সংস্থার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রয়েছে।

সংস্থার ভিশন, মিশন, লক্ষ্য ও মূল্যবোধ

সংস্থার ভিশন (ভবিষ্যত স্বপ্ন)

ক্ষুধা, দারিদ্র্য, পরিবেশগত অধোগতি ও বয়স, লিঙ্গ, গোত্র, ধর্ম বিবেচনায় সকল প্রকার শোষণমুক্ত এবং অর্থনৈতিকভাবে স্থায়ীত্বশীল একটি সমাজ এবং সামর্থ্যবান আধুনিক বাংলাদেশ।

সংস্থার মিশন (বিশেষ কার্যক্রম)

দারিদ্র্য, নিরক্ষরতা, রোগ-ব্যাধী, সামাজিক অবিচার এবং প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত জনসাধারণ এবং গোষ্ঠী সমূহের স্থায়ীত্বশীল উন্নয়ন নিশ্চিত করা।

সংস্থার লক্ষ্য

দরিদ্র জনসাধারণের মানবিক ও আর্থ-সামাজিক উন্নয়ন।

মূল্যবোধ

- আমরা বৃহত্তম সম্প্রদায়/জনসমাজকে সেবার লক্ষ্যে কার্যকরভাবে একসাথে কাজ করি;
- আমরা আমাদের সকল কাজে দক্ষতা ও শ্রেষ্ঠত্বকে মূল্য দেই;
- আমরা দরিদ্র, ক্ষমতাহীন ও বাদ পড়া সম্প্রদায়ের প্রতি একাত্বতা প্রকাশ করি;
- আমরা ন্যায্যতা, সমতা ও সকলের অংশগ্রহণে বিশ্বাস করি;
- আমরা পূর্ণতা/অখন্ডতা, উদ্ভাবন, উৎসর্গীকরণ ও পেশাদারিত্বে বিশ্বাস করি;
- আমরা সততা, দায়িত্বশীলতা, জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতায় বিশ্বাস করি।

সংস্থার উদ্দেশ্য সমূহ

'ডাক দিয়ে যাই' সংস্থার প্রধান ৩টি উদ্দেশ্য হলো নিম্নরুপ ঃ

১. দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান ও ক্ষুদ্রঋণ সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে লক্ষিত জনগোষ্ঠীর আয় বৃদ্ধি ও অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নয়নের মাধ্যমে তাদেরকে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করে তোলা;

২. স্বাস্থ্য, শিক্ষা, জেন্ডার, মানবাধিকার, সুশাসন এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে উন্নয়নের মাধ্যমে লক্ষিত জনগোষ্ঠীকে সামাজিকভাবে উন্নত করা;

৩. জলবায়ু পরিবর্তনের প্রেক্ষিতে অভিযোজন বিষয়ে বোঝার ক্ষমতা বৃদ্ধি ও এ সংক্রান্ত দক্ষতা উন্নয়নের মাধ্যমে লক্ষিত জনগোষ্ঠীকে দুর্যোগ সহিঞ্চু করে তোলা।

নিবন্ধন তথ্য

নিবন্ধন প্রদানকারী সংস্থা	নিবন্ধন নম্বর	নিবন্ধন প্রদানের তারিখ
সমাজসেবা অধিদপ্তর	বরি-৬৪/৮৫	অক্টোবর ৩, ১৯৮৫ খ্রিঃ
এনজিও বিষয়ক ব্যূরো	এফডিও/আর-৪৮৪	জুন ৮, ১৯৯১ খ্রিঃ
মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরি অথরিটি (এমআরএ)	০১১২১-০০৮৩৫-০০২৩৭	মে ১৪, ২০০৮ খ্রিঃ
জাতীয় রাজস্ব বোর্ড	৭৭৮৩২৫২৪৯০১৯	জানুয়ারি ২৯, ২০১৪ খ্রিঃ
কাস্টমস্, এক্সাইজ ও ভ্যাট কমিশনারেট, খুলনা	বিন: ০০৫৮১২০১৬-০৮০৫	নভেম্বর ৬, ২০২৩ খ্রিঃ

ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি

‘ডাক দিয়ে যাই’ সংস্থা গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির আর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে ১৯৯৪ সাল থেকে পল্লী কর্ম-সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ) এর অর্থায়নে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি পরিচালনা করছে। আর্থিক সম্পদে দরিদ্র জনগোষ্ঠির প্রবেষাধিকার নিশ্চিতকরণের লক্ষ্যে ‘ডাক দিয়ে যাই’ সংস্থা কাজ করছে, যা তাদের জীবনমান উন্নয়নে সাহায্য করছে। ‘ডাক দিয়ে যাই’ সংস্থা ঋণদান কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে দলীয় পদ্ধতি অনুসরণ করে, যা একটি এলাকার/সমাজের উপকারভোগীদের একত্রিত হয়ে উন্নয়নের বিষয়াদি নিয়ে আলোচনা করতে সাহায্য করে। সংস্থার এই কর্মসূচির আওতাধীন অধিকাংশ উপকারভোগীই নারী। তবে কিছু সংখ্যক পুরুষ উপকারভোগীও আছে। ‘ডাক দিয়ে যাই’ সংস্থা এই কর্মসূচির আওতাধীন উপকারভোগীদের কোনো ধরণের বন্ধকী ছাড়াই ঋণ দিয়ে থাকে। বর্তমানে সংস্থা এই কর্মসূচিটি ১৫টি কম্পোনেন্ট এর মাধ্যমে বাস্তবায়ন করছে। বর্তমানে সংস্থার ঋণ কর্মসূচিতে পিকেএসএফ এর অর্থায়ন ছাড়াও ২টি বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক এর অর্থায়ন রয়েছে।

কর্মসূচির লক্ষ্য

এই কর্মসূচির লক্ষ্য হলো- গ্রামীণ দরিদ্র জনগোষ্ঠির আয়ের সংস্থান এবং স্ব-কর্মসংস্থানমূলক কর্মকান্ড বাস্তবায়নের জন্য আর্থিক সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে দরিদ্র জনগোষ্ঠির পর্যাপ্ত আয়ের ব্যবস্থা করে তাদের জীবিকা, স্বাস্থ্য ও শিক্ষা নিশ্চিত করা।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য সমূহ

- দরিদ্র ও অতিদরিদ্র জনগোষ্ঠির কাছে সেবা পৌছানো;
- নারীর ক্ষমতায়ন;
- আর্থিকভাবে আত্মনির্ভরশীল পরিবার তৈরি;
- আত্ম-কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি করা;
- কৃষি ভিত্তিক উৎপাদন বৃদ্ধিতে উৎসাহিত করা;
- দরিদ্রদের নিজস্ব পুঁজি গঠনে উৎসাহিত করা;
- উদ্যোক্তা উন্নয়ন ও নতুন উদ্যোক্তা সৃষ্টি করা;
- ব্যবসা উন্নয়ন সেবা প্রদান;
- উপকারভোগীদের আয়বর্ধনমূলক কর্মকান্ডের উপর প্রশিক্ষণ প্রদান;
- দরিদ্রদের নিয়মিত সঞ্চয়ের জন্য উৎসাহিত করা;
- বিভিন্ন আর্থ-সামাজিক ইস্যু বিষয়ে সমিতির সদস্যদের সচেতন করা।

কর্ম এলাকা

বর্তমানে 'ডাক দিয়ে যাই' সংস্থা বরিশাল বিভাগের আওতাধীন ৪টি জেলা, খুলনা বিভাগের আওতাধীন ২টি জেলা এবং ঢাকা বিভাগের আওতাধীন ১টি জেলায় ৪৩টি শাখা কার্যালয়ের মাধ্যমে ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে। বিস্তারিত কর্ম এলাকা নিম্নোক্ত ছকে উপস্থাপন করা হলো।

ক্র: নং	বিভাগ	জেলা	উপজেলা
১.	বরিশাল	পিরোজপুর	১. পিরোজপুর সদর, ২. ইন্দুরকানী, ৩. নাজিরপুর, ৪. মঠবাড়িয়া, ৫. ভান্ডারিয়া, ৬. নেছারাবাদ, ৭. কাউখালী।
		বরিশাল	১. বরিশাল সদর, ২. বানরীপাড়া, ৩. বাবুগঞ্জ, ৪. আগৈলঝরা, ৫. গৌরনদী, ৬. বাকেরগঞ্জ, ৭. উজিরপুর।
		ঝালকাঠী	১. ঝালকাঠী সদর; ২. রাজাপুর; ৩. কাঠালিয়া; ৪. নলছিটি।
		বরগুনা	১. বামনা; ২. পাথরঘাটা।
২.	খুলনা	বাগেরহাট	১. বাগেরহাট সদর, ২. মোড়েলগঞ্জ, ৩. কচুয়া, ৪. চিতলমারি, ৫. মোল্লাহাট, ৬. ফকিরহাট, ৭. রামপাল, ৮. শরণখোলা, ৯. মোংলা।
		খুলনা	১. রূপসা।
৩.	ঢাকা	গোপালগঞ্জ	১. টুঙ্গিপাড়া; ২. কোটালিপাড়া।
		মাদারিপুর	১. মাদারিপুর সদর, ২. শিবচর, ৩. রাজৈর, ৪. কালকিনি।
মোট =	**৩টি বিভাগ**	**৮টি জেলা**	**৩৬টি উপজেলা**

ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচির কম্পোনেন্ট সমূহ

১. জাগরণ
২. অগ্রসর
৩. বুনিয়াদ
৪. সুফলন
৫. সুফলন-কেজিএফ
৬. ইনকাম জেনারেটিং অ্যাকটিভিটিস লোন (আইজিএল)
৭. অ্যাসেটস্ ক্রিয়েশন লোন (এসিএল)
৮. লাইভলিহুড ইমপ্রুভমেন্ট লোন (এলআইএল)
৯. লাইভলিহুড রেস্টোরেশন লোন প্রোগ্রাম (এলআরএলপি)
১০. অগ্রসর-এমডিপি
১১. অগ্রসর-এমডিপি-এএফ
১২. অগ্রসর-এমএফসিই
১৩. সাহস
১৪. হাউজহোল্ড স্যানিটেশন লোন
১৫. হাউজহোল্ড ওয়াটার লোন

এক নজরে সংস্থার ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচি (৩০ জুন ২০২৫ খ্রি:)

বিষয়	পরিমাণ
শাখার সংখ্যা	৪৩টি
ক্ষুদ্রঋণ কর্মসূচিতে কর্মকর্তা ও কর্মী সংখ্যা	২৭৯ জন
মোট সদস্য সংখ্যা	৪৪,৪৩৫ জন
মোট ঋণ গ্রহীতা সংখ্যা	৩৩,৮৬৭ জন
ঋণ বিতরণ (ক্রমপুঞ্জিভূত)	২০৩০.০৭ কোটি
ঋণ আদায় (ক্রমপুঞ্জিভূত)	১৮৫৭.৩৭ কোটি
পোর্টফোলিও স্থিতি	১৭২.৭০ কোটি
সঞ্চয় স্থিতি	৫৯.৬২ কোটি

ঘূর্ণায়মান ঋণ তহবিল তথ্য (৩০ জুন ২০২৫ খ্রি:)

তহবিলের উৎস	টাকা (কোটি)	শতকরা
পিকেএসএফ থেকে ঋণ	৭৮.৭৪	৪১.৮৯%
বাণিজ্যিক ব্যাংক থেকে ঋণ	১৭.১৯	৯.১৪%
সদস্য সঞ্চয়	৫৩.০২	২৮.২১%
সংরক্ষিত আয় (Retained Earnings)	১৪.১৪	৭.৫২%
ঝুঁকি প্রশমন তহবিল (Risk Coverage Fund)	১১.১৬	৫.৯৪%
অন্যান্য তহবিল	১৩.৭৩	৭.৩০%
মোট =	**১৮৭.৯৮**	**১০০%**

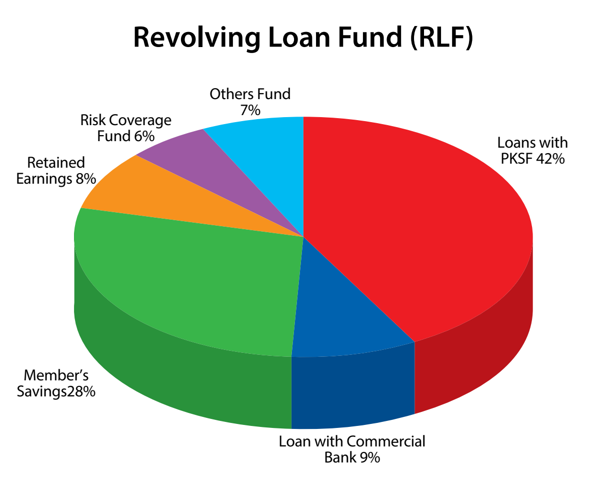

ঋণ বিতরণ (বিগত ৫ অর্থ বছর) তথ্য

অর্থ বছর	টাকা (কোটি)
২০২৪-২০২৫	২৭৮.৬৯
২০২৩-২০২৪	২৪০.৩২
২০২২-২০২৩	২১২.৭১
২০২১-২০২২	১৭৬.৪১
২০২০-২০২১	১৪৮.৭২

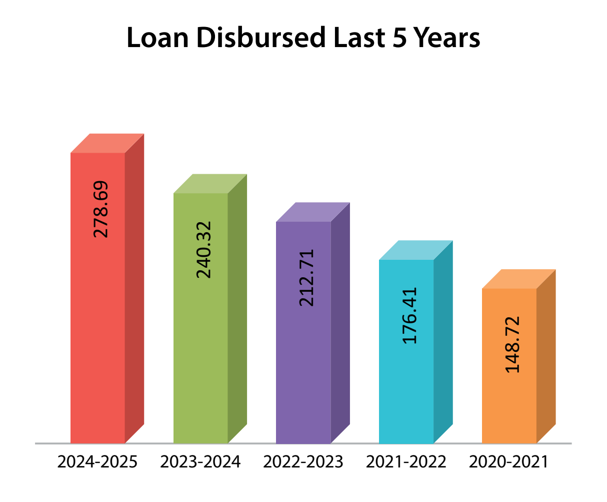

লোন পোর্টফোলিও বিশ্লেষণ (জুন ২০২৫ খ্রি:)

কম্পোনেন্ট	পোর্টফোলিও (কোটি)
জাগরণ	৪৯.৫৩
অগ্রসর	১০৫.৩৩
বুনিয়াদ	৩.০৩
সুফলন	১১.৫৫
বিডি ওয়াশ	১.৪৬
অন্যান্য	১.৮০
মোট =	১৭২.৭০

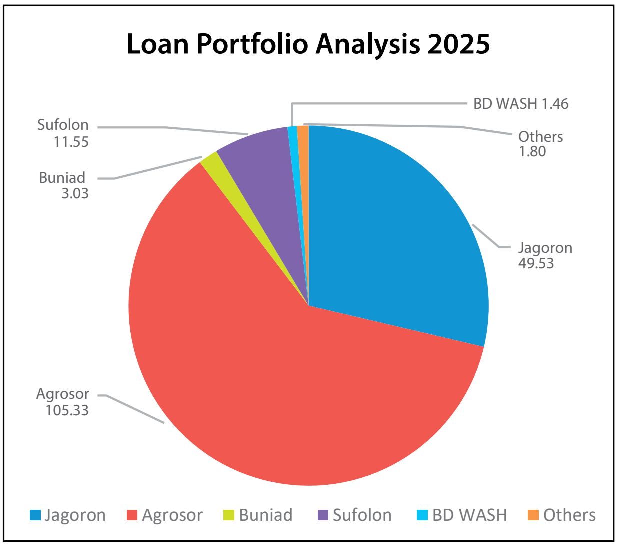

ঋণ কার্যক্রমের সদস্য সঞ্চয় ও পোর্টফোলিও প্রবণতা (Portfolio Trend) তথ্য (বিগত ৫ বছর)

অর্থ বছর	সঞ্চয় (টাকা)	ঋণ (টাকা)
২০২০-২০২১	৩৯.৫১	৯৩.৬৩
২০২১-২০২২	৪১.৮৫	১১২.১৮
২০২২-২০২৩	৪৫.১০	১২৪.৬৩
২০২৩-২০২৪	৫৩.২১	১৪৬.০৩
২০২৪-২০২৫	৫৯.৬২	১৭২.৭০

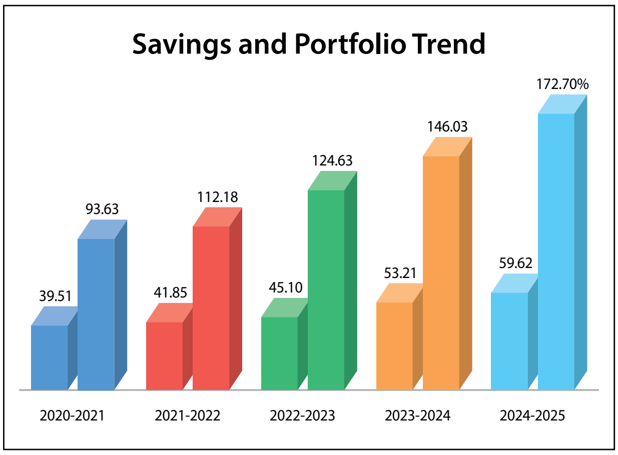

জেলা ক্ষুদ্রঋণ সমন্বয় কমিটির ত্রৈমাসিক সভা

'ডাক দিয়ে যাই' সংস্থা মাইক্রোক্রেডিট রেগুলেটরী অথরিটি (এমআরএ) নিবন্ধিত পিরোজপুর জেলার ২৮টি ক্ষুদ্রঋণ সংস্থার সমন্বয়ে গঠিত পিরোজপুর জেলা ক্ষুদ্রঋণ সমন্বয় কমিটির ফোকাল পয়েন্ট সংস্থা হিসেবে ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে নিম্নোক্ত ৪টি ত্রৈমাসিক সভা আয়োজনে জেলা প্রশাসনের সাথে সমন্বয় করে অংশগ্রহণ করে। জেলা প্রশাসক কার্যালয়, পিরোজপুর এর আয়োজনে জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সভা কক্ষে ৩০ অক্টোবর ২০২৪ খ্রি:, ১৯ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রি:, ৩০ এপ্রিল ২০২৫ খ্রি: এবং ৩০ জুলাই ২০২৫ খ্রি: (জুন ২০২৫ মাসের সভা) তারিখে সভা সমূহ অনুষ্ঠিত হয়।

আর্থিক ও কার্যক্রম বাস্তবায়ন সূচক (বিগত ৫ বছর)

সূচক	অর্থ বছর				
	২০২৪-২০২৫	২০২৩-২০২৪	২০২২-২০২৩	২০২১-২০২২	২০২০-২০২১
ঋণ ও মূলধন অনুপাত (Debt to Capital Ratio)	৬.০৬:১	৫.৭৫:১	৫.৩৬:১	৫.১৬:১	৫.৪৭:১
মূলধন পর্যাপ্ততা অনুপাত (Capital Adequacy Ratio)	১৪.২৯%	১৩.৯৯%	১৪.৮৪%	১৫.৮০%	১৫.৫৫%
সঞ্চয় অনুপাতে তারল্য (Liquidity to Savings Ratio)	১০.১৬%	৫.৩৭%	৩.০২%	৩.২৫%	১০.২৮%
সিএসআর-এ অবদান (Contribution to CSR)	২.৪৫%	২.৮৬%	৫.৬০%	৩.০৮%	৭.৩৪%
সংস্থার নিজে চলার ক্ষেত্রে স্বয়ংসম্পূর্ণতা (Operating Self Sufficiency)	১১০.৬৯%	১১০.৪৪%	১১০.৯৬%	১১২.২০%	১১১.৮২%

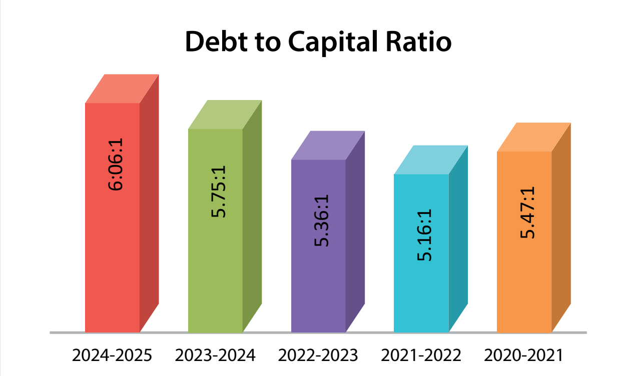

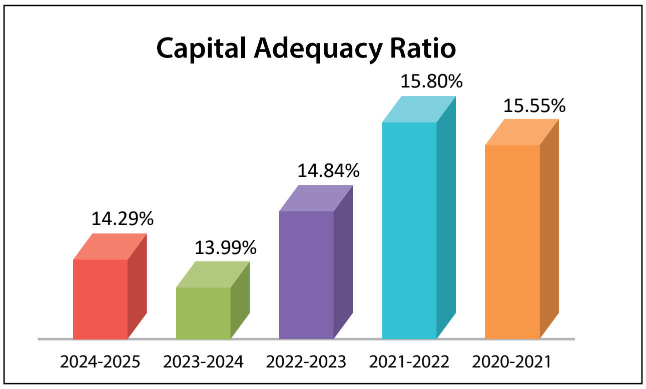

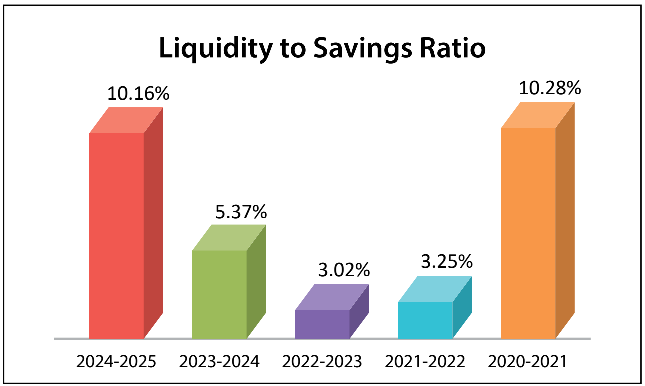

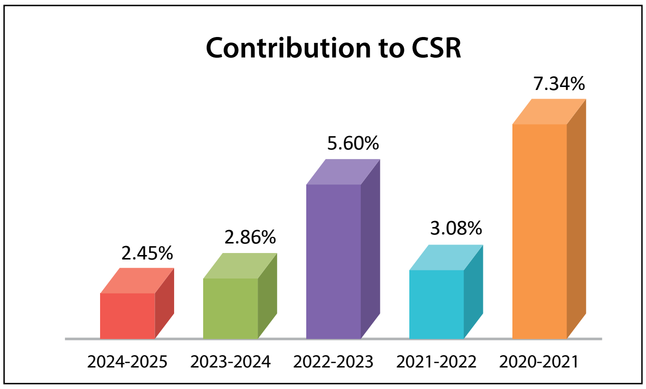

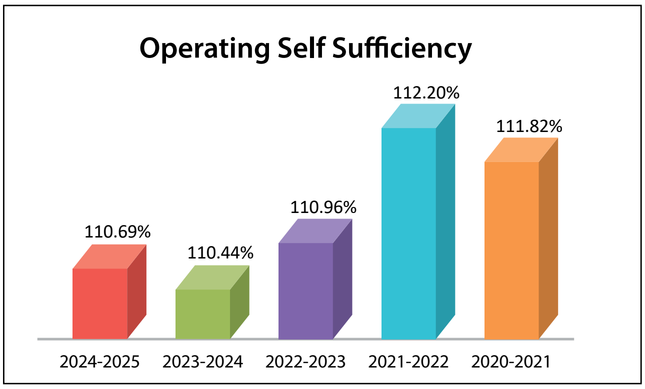

কার্যক্রম বাস্তবায়নে স্থায়িত্বশীলতার সূচক

সূচক	২০২৪-২০২৫	২০২৩-২০২৪	২০২২-২০২৩	২০২১-২০২২	২০২০-২০২১
ক্রমপুঞ্জিভূত আদায়ের হার (CRR)	৯৯.২২%	৯৯.২৩%	৯৯.২৯%	৯৮.৮৯%	৯৬.৭৫%
ওটিআর (OTR)	৯৭.০৬%	৯৬.৮৬%	৯৭.২২%	৯২.৯১%	৮৩.১৮%
ঋণের আওতায় আসা ঋণ গ্রহীতার অনুপাত	৭৬.২২%	৭৯.০০%	৮০.৮৩%	৮০.৯৬%	৮২.১৫%
পার (PAR)	৯.৭৫%	১০.৪৮%	৯.৯৯%	১৫.২২%	২৭.৯৬%
ঋণ ক্ষয় সঞ্চিতি অনুপাত	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%	১০০%
ঋণ পোর্টফোলিও আয়ের হার Yield on Loan Portfolio	২০.০৭%	১৯.৭৮%	২১.১৯%	১৯.৪১%	১৮.১১%
প্রতি মাঠ কর্মী ঋণ স্থিতি (লক্ষ টাকা)	১০৭.২৭	৯২.৪৩	৭৯.৩৮%	৭৫.৭৯%	৬০.৪০

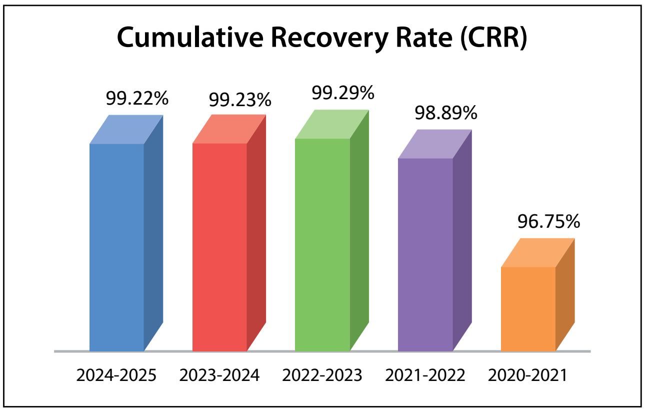

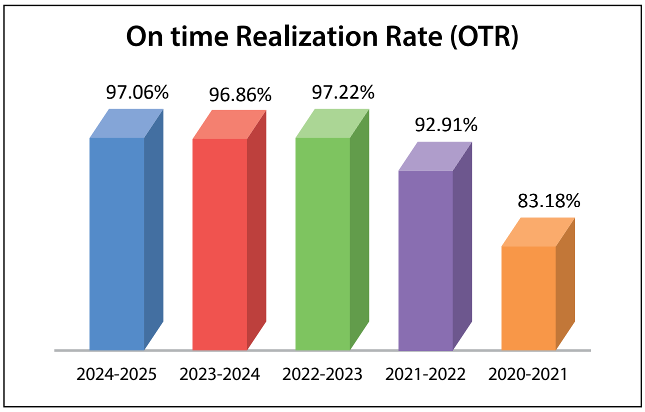

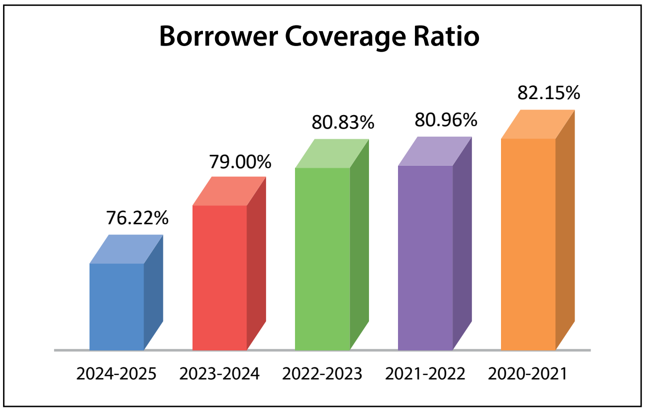

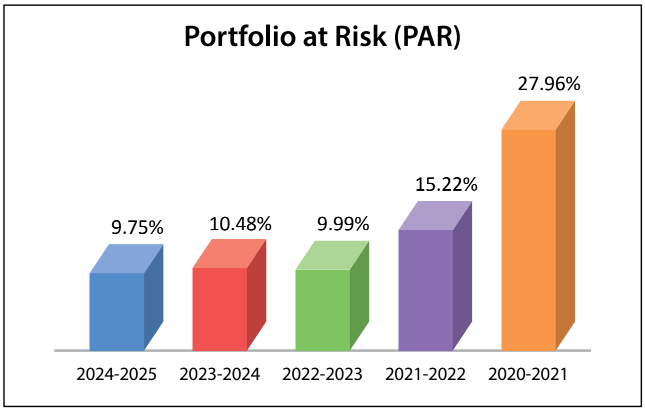

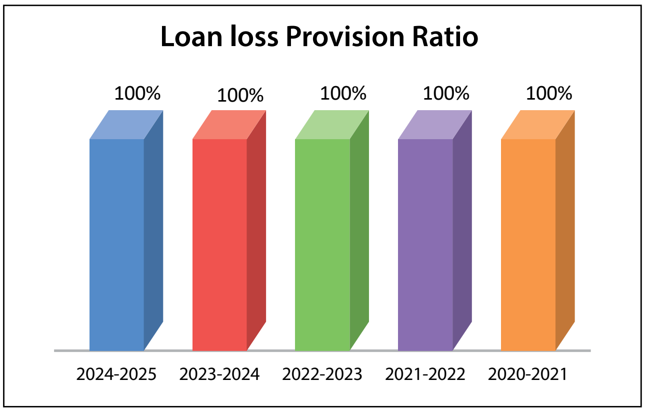

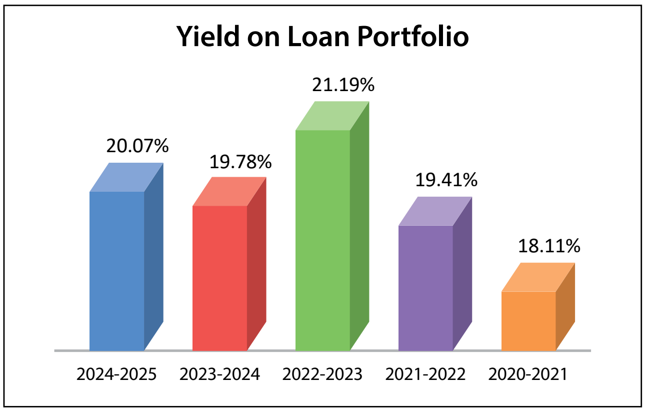

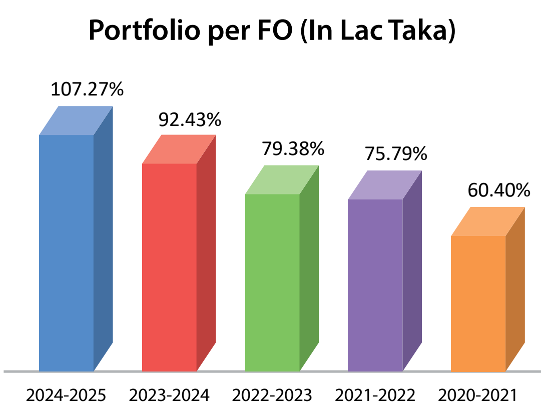

কর্মকর্তাদের প্রশিক্ষণ সংক্রান্ত তথ্য

২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে 'ডাক দিয়ে যাই' সংস্থার কর্মকর্তাবৃন্দ নিম্নোক্ত প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণ করেছিলেন। পিকেএসএফ, বাংলাদেশ এনজিও ফাউন্ডেশন, ডিসিসিআই এবং এডাব প্রশিক্ষণসমূহ আয়োজন করে। এই প্রশিক্ষণসমূহ সংস্থার কর্মকর্তাদের পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধি, দায়িত্ব পালনে কার্যকারিতা নিশ্চিতকরণ এবং আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে।

প্রশিক্ষণের নাম	প্রশিক্ষণার্থীর ধরণ ও সংখ্যা	প্রশিক্ষণ প্রদানকারী সংস্থা	প্রশিক্ষণের সংখ্যা	প্রশিক্ষণের মেয়াদ
Financial Management for Senior Executives	উপ-নির্বাহী পরিচালক ১ জন	পিকেএসএফ	১টি	অক্টোবর ২০২৪
Procurement & Inventory Management	সহকারী সমন্বয়কারী (অর্থ ও হিসাব)-১ জন	পিকেএসএফ	১টি	১২-১৬ অক্টোবর ২০২৪
Postgraduate Diploma (PGD) in Customs, VAT and Income Tax Management	সহকারী সমন্বয়কারী (অর্থ ও হিসাব)-১ জন	DCCI Business Institute (DBI) Jointly with AIUB	১টি	জানুয়ারি-জুন ২০২৫
Institutional Development, Safegurds & Women Enterpreneurship Development	পরিচালক-১ জন	পিকেএসএফ	১টি	১২-১৫ জানুয়ারি ২০২৫
Women Enterpreneurship Development	শাখা ব্যবস্থাপক ১০ জন	পিকেএসএফ	১ টি	২৮ মে ২০২৫
Climate Change & Development	সমন্বয়কারী (মানব সম্পদ বিভাগ)-১ জন	পিকেএসএফ	১টি	২২-২৬ জুন ২০২৫
Management of Finance & Accounts	সহকারী ব্যবস্থাপক (নিরীক্ষা)-১ জন	বাংলাদেশ এজিও ফাউন্ডেশন (বিএনএফ)	১টি	৪-৬ সেপ্টেম্বর ২০২৪
Financial Management	সহকারী সমন্বয়কারী (এমআইএস)-১ জন	এডাব বাংলাদেশ	১টি	১৭-১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৪
ICT Training	সিনিয়র সমন্বয়কারী (আইটি)-১ জন	এডাব বাংলাদেশ	১টি	২৪-২৬ জুন ২০২৫

তথ্য প্রযুক্তি ও মাইক্রোফিন-৩৬০ সফট্ওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ

১২ এপ্রিল ২০২৫ খ্রিস্টাব্দ, শনিবার 'ডাক দিয়ে যাই' সংস্থার প্রধান কার্যালয়ের সভা কক্ষে সংস্থার শাখা কার্যালয় সমূহের সহকারী শাখা ব্যবস্থাপক (হিসাব) গণের অংশগ্রহণে দিনব্যাপী তথ্য প্রযুক্তি ও মাইক্রোফিন-৩৬০ সফট্ওয়্যার বিষয়ক প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়। প্রশিক্ষণ শুরু হয় সকাল ৯:৩০ মি.-এ। প্রধান কার্যালয়ের কর্মকর্তাগণের উপস্থিতিতে প্রশিক্ষণ উদ্বোধন করেন সংস্থার পরিচালক জনাব মোহাম্মদ তাজুল ইসলাম খান। দিনব্যাপী অনুষ্ঠিত এই প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষকের দায়িত্ব পালন করেন সংস্থার সিনিয়র সমন্বয়কারী (আইটি) জনাব মোঃ হাসান সরোয়ার এবং সিনিয়র সমন্বয়কারী (এমআইএস) জনাব শিশির কুমার বিশ্বাস। এছাড়া 'দরপত্রের মাধ্যমে ক্রয় বিষয়ক খুঁটিনাটি' বিষয়ে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন জনাব মসরুর উন নবী, সিনিয়র সমন্বয়কারী (অর্থ ও হিসাব) এবং তাকে সহযোগিতা করেন জনাব মোঃ মাসুদ হাওলাদার, সহকারী সমন্বয়কারী (অর্থ ও হিসাব)। প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী ৪৩টি শাখা কার্যালয়ের সহকারী শাখা ব্যবস্থাপক (হিসাব) গণকে হাতে-কলমে ও অডিও-ভিজ্যুয়াল মাধ্যমে মাইক্রোফিন-৩৬০ সফট্ওয়্যার ব্যবহারের বিভিন্ন বিষয়, MF-CIB সংশ্লিষ্ট বিষয়াদি, সফট্ওয়্যার ইনস্টলেশন প্রক্রিয়া, অপারেটিং সিস্টেম উইন্ডোজ ও এর আনুষঙ্গিক বিষয়াদি, কম্পিউটারে ফাইল সংরক্ষণ পদ্ধতি, বিডি ওয়াশ অ্যাপ ব্যবহার, সফট্ওয়্যারে Rebate প্রদান পদ্ধতি ইত্যাদি বিষয়ে অংশগ্রহণকারীদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

দারিদ্র্য দূরীকরণের লক্ষ্যে দরিদ্র পরিবার সমূহের সম্পদ ও সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মসূচি (সমৃদ্ধি)

দারিদ্র্য বিমোচনসহ মানবজীবনের বহুমাত্রিক সমস্যা উদ্দিষ্ট করে টেকসই উন্নয়নের লক্ষ্যে বাস্তবায়িত সমৃদ্ধি কর্মসূচির প্রথম পর্যায় ‘ডাক দিয়ে যাই’ সংস্থা পিকেএসএফ এর আর্থিক সহযোগিতায় ১ সেপ্টেম্বর ২০১৪ থেকে ৩০ সেপ্টেম্বর ২০২৪ সাল পর্যন্ত পিরোজপুর জেলার পিরোজপুর সদর উপজেলার শিকদারমল্লিক, দূর্গাপুর, টোনা ও কলাখালী ইউনিয়নে সফল বাস্তবায়ন সম্পন্ন করে। পরবর্তীতে কর্মসূচির সুফল ইউনিয়ন থেকে সম্প্রসারণ করে উপজেলা পর্যায়ে বিস্তৃত করার লক্ষ্যে ১ অক্টোবর ২০২৪ সালে ২য় ধাপ শুরু করা হয়। এই পর্যায়ে ইউনিয়ন ভিত্তিক বাস্তবায়ন কৌশল থেকে বের হয়ে কর্মসূচিকে আরও বিস্তৃত করার লক্ষ্যে উপজেলা ভিত্তিক বাস্তবায়ন নীতি গ্রহণ করা হয়। এরই ধারাবাহিকতায় ‘ডাক দিয়ে যাই’ সংস্থা পিরোজপুর জেলার ইন্দুরকানী উপজেলায় সমৃদ্ধি কর্মসূচি পুনর্বিন্যাস রূপে বাস্থবায়ন শুরু করে। এই উপজেলায় ২০১৬ সাল থেকে ডাক দিয়ে যাই কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ‘প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কর্মসূচি’ এবং ২০১৯ সাল থেকে চলমান ‘কৈশোর কর্মসূচি’ দুটি সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় সমন্বিত বাস্তবায়ন শুরু করা হয়। পাশাপাশি পিরোজপুর জেলার নাজিরপুর উপজেলায় ২০১৯ সাল থেকে বাস্তবায়নাধীন ‘কৈশোর কর্মসূচি’ সমৃদ্ধি কর্মসূচি’র সহিত একীভূত করে বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু করা হয়। পুনর্বিন্যাসকৃত সমৃদ্ধি কর্মসূচি বর্তমানে পিকেএসএফ এর পাশাপাশি ডাক দিয়ে যাই এর যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়ন হচ্ছে।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য সমূহ

- মানব সক্ষমতা বৃদ্ধি করা এবং তিনটি প্লাটফর্ম গঠনের মাধ্যমে (কৈশোর কার্যক্রম, উন্নয়নে যুব সমাজ ও প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম) সমৃদ্ধি কর্মসূচির কার্যক্রমসমূহ সুবিন্যস্ত ও টেকসইভাবে পরিচালনা করা।
- তৃণমূল পর্যায়ে স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম, শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম, কৈশোর কার্যক্রম, উন্নয়নে যুব সমাজ কার্যক্রম, প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম এবং ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রমের আওতায় কর্মকান্ড পরিচালনায় স্বেচ্ছাসেবা ও জনসেবামূলক উদ্যোগসমূহকে অনুপ্রাণিত ও উৎসাহিত করা।
- স্বেচ্ছাসেবী ক্লাব গঠনের মাধ্যমে কর্মসূচির সদস্যদেরকে তিনটি প্লাটফর্মের আওতায় অন্তর্ভূক্ত করা এবং তাদের ক্ষমতায়িত করা।
- স্থানীয় প্রশাসন ও বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের সাথে সমন্বয়ের মাধ্যমে উন্নয়নের লক্ষ্যে জনগণকে সম্পৃক্ত করা এবং সহায়ক পরিবেশ গড়ে তোলা।

উপকারভোগী

কর্মসূচিভূক্ত ইউনিয়নের দরিদ্র, অতিদরিদ্র সহ সকল শ্রেণীর জনগোষ্ঠী।

কর্মসূচির আওতায় কম্পোনেন্ট সমূহ

পুনর্বিন্যাসকৃত সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রম, শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম, কৈশোর কার্যক্রম, উন্নয়নে যুব সমাজ কার্যক্রম, প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম এবং ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম - এই ৬ টি মূল কম্পোনেন্ট রয়েছে।

এক নজরে সমৃদ্ধি ইউনিয়নে এবং কৈশোর ইউনিয়নে কর্মকান্ডের অগ্রগতি (অক্টোবর ২০২৪ খ্রি: থেকে জুন ২০২৫ খ্রি: পর্যন্ত)

ক্র: নং	কর্মকান্ডের নাম	কর্ম এলাকা ভিত্তিক অর্জন	মোট অর্জন
	স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক কর্মকান্ড	ইন্দুরকানী উপজেলার চন্ডিপুর ইউনিয়ন	
১.১	স্বাস্থ্য কার্ড বিক্রয়	৩০১ টি	৩০১ টি
১.২	স্ট্যাটিক ক্লিনিকের আয়োজন	৪৭ টি	৪৭ টি
১.৩	স্ট্যাটিক ক্লিনিক থেকে স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণকারী	২৫০ জন	২৫০ জন
১.৪	স্যাটেলাইট ক্লিনিকের আয়োজন	১১ টি	১১ টি
১.৫	স্যাটেলাইট ক্লিনিক থেকে স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণকারী	২৭৭ জন	২৭৭ জন
১.৬	বিশেষজ্ঞ ডাক্তার কর্তৃক স্বাস্থ্য ক্যাম্প আয়োজন	১ টি	১ টি
১.৭	স্বাস্থ্য ক্যাম্প থেকে সেবা গ্রহণকারী	১৫৬ জন	১৫৬ জন
১.৮	বিশেষ চক্ষু ক্যাম্প আয়োজন	১ টি	১ টি
১.৯	বিশেষ চক্ষু ক্যাম্প থেকে সেবা গ্রহণকারী	২৫৮ জন	২৫৮ জন
১.১০	বিশেষ চক্ষু ক্যাম্পে ছানী অপারেশন	৪১ জন	৪১ জন
১.১১	স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক উঠান বৈঠক আয়োজন	১ টি	১ টি
১.১২	স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমের আওতায় স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান	১ ব্যাচ	১ ব্যাচ

ক্র: নং	কর্মকান্ডের নাম	কর্ম এলাকা ভিত্তিক অর্জন	মোট অর্জন
	শিক্ষা বিষয়ক কর্মকান্ড	ইন্দুরকানী উপজেলার চন্ডিপুর ইউনিয়ন	
২.১	শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন	১৮ টি	১৮ টি
২.২	শিক্ষা কেন্দ্রে ছাত্র-ছাত্রী সংখ্যা	৫৪০ জন	৫৪০ জন
২.৩	অভিভাবক সভার আয়োজন	১০৮ টি	১০৮ টি
২.৪	শিক্ষিকাদের বিষয় ভিত্তিক মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান	১ ব্যাচ	১ ব্যাচ
২.৫	শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতার আয়োজন	২ ব্যাচ	২ ব্যাচ

ক্র: নং	কর্মকান্ডের নাম	কর্ম এলাকা ভিত্তিক অর্জন		মোট অর্জন
	কৈশোর বিষয়ক কর্মকান্ড	ইন্দুরকানী উপজেলা (৫টি ইউনিয়ন)	নাজিরপুর উপজেলা (৯টি ইউনিয়ন)	
৩.১	১৪ টি ইউনিয়নে ওয়ার্ড ভিত্তিক কিশোর ক্লাব সংখ্যা	৪৫ টি	৮১ টি	১২৬ টি
৩.২	১৪ টি ইউনিয়নে ওয়ার্ড ভিত্তিক কিশোর ক্লাবের সদস্য সংখ্যা	৮৫০ জন	১৬৫৬ জন	২৫০৬ জন
৩.৩	১৪ টি ইউনিয়নে ওয়ার্ড ভিত্তিক কিশোরী ক্লাব সংখ্যা	৪৫ টি	৮১ টি	১২৬ টি
৩.৪	১৪ টি ইউনিয়নে ওয়ার্ড ভিত্তিক কিশোরী ক্লাবের সদস্য সংখ্যা	৮৬২ জন	১৬৮৮ জন	২৫৫০ জন
৩.৫	কিশোর ক্লাবের কার্যকরী কমিটি (ওয়ার্ড ভিত্তিক)	৪৫ টি	৮১ টি	১২৬ টি
৩.৬	কিশোর ক্লাবের কার্যকরী কমিটির সদস্য সংখ্যা (ওয়ার্ড ভিত্তিক)	৪৯৫ জন	৮৯১ জন	১৩৮৬ জন
৩.৭	কিশোরী ক্লাবের কার্যকরী কমিটি (ওয়ার্ড ভিত্তিক)	৪৫ টি	৮১ টি	১২৬ টি
৩.৮	কিশোর ক্লাবের কার্যকরী কমিটির সদস্য সংখ্যা (ওয়ার্ড ভিত্তিক)	৪৯৫ জন	৮৯১ জন	১৩৮৬ জন
৩.৯	কৈশোর ইউনিয়ন কমিটি	৫ টি	১৮ টি	২৩ টি
৩.১০	কৈশোর ইউনিয়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা	৫৫ জন	১৯৮ জন	২৫৩ জন
৩.১১	কৈশোর উপজেলা কমিটি	১ টি	১ টি	২ টি
৩.১২	কৈশোর উপজেলা কমিটির সদস্য সংখ্যা	১১ জন	১১ জন	২২ জন
৩.১৩	ক্লাব ভিত্তিক কমিটির সভা সংখ্যা	৯৮ টি	২২৩ টি	৩২১ টি
৩.১৪	ক্লাব ভিত্তিক সভায় উপস্থিতি	১৮০২ জন	৪৪০১ জন	৬২০৩ জন
৩.১৫	ইউনিয়ন কমিটির সভা	২৯ টি	২৭ টি	৫৬ টি
৩.১৬	ইউনিয়ন কমিটির সভায় উপস্থিতি	৩৪৭ জন	৪৮০ জন	৮২৭ জন
৩.১৭	উপজেলা সমন্বয় সভা	৩ টি	৩ টি	৬ টি
৩.১৮	উপজেলা সমন্বয় সভায় উপস্থিতি	৫৪ জন	৫৫ জন	১০৯ জন
৩.১৯	স্বাস্থ্য ও সামাজিক সচেতনতা বিষয়ক কর্মকান্ডের উপর কৈশোর ওরিয়েন্টেশন	৫ ব্যাচ	৯ ব্যাচ	১৪ ব্যাচ
৩.২০	অংশগ্রহণকারী	১৫৪ জন	৪৪৯ জন	৬০৩ জন
৩.২১	সফট্ স্কিল উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ও অনুশীলন বিষয়ক কৈশোর ওরিয়েন্টেশন	৫ ব্যাচ	৯ ব্যাচ	১৪ ব্যাচ
৩.২২	অংশগ্রহণকারী	১৪৯ জন	৪২৮ জন	৫৭৭ জন
৩.২৩	নেতৃত্ব বিকাশ বিষয়ক কৈশোর ওরিয়েন্টেশন	৫ ব্যাচ	৯ ব্যাচ	১৪ জন
৩.২৪	অংশগ্রহণকারী	১৫১ জন	৪৭৭ জন	৬২৮ জন

ক্র: নং	কর্মকান্ডের নাম	কর্ম এলাকা ভিত্তিক অর্জন	মোট অর্জন
	উন্নয়নে যুব সমাজ বিষয়ক কার্যক্রম	ইন্দুরকানী উপজেলার চন্ডিপুর ইউনিয়ন	
৪.১	যুব ক্লাব সংখ্যা	৯ টি	৯ টি
৪.২	যুব ক্লাবের সদস্য সংখ্যা (নারী ও পুরুষ)	২৭০ জন	২৭০ জন
৪.৩	যুব ক্লাবের কার্যকরী কমিটি	৯টি	৯ টি
৪.৪	কার্যকরী কমিটির সদস্য সংখ্যা	৯৯ জন	৯৯ জন
৪.৫	যুব ইউনিয়ন কমিটি	১ টি	১ টি
৪.৬	ইউনিয়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা	১১ জন	১১ জন
৪.৭	যুব ক্লাবের সভা আয়োজন সংখ্যা	৩৪ টি	৩৪ টি
৪.৮	যুব ক্লাবের সভায় অংশগ্রহণকারী	৪৮২ জন	৪৮২ জন
৪.৯	ইউনিয়ন যুব কমিটির সভা আয়োজন	৩ টি	৩ টি
৪.১০	ইউনিয়ন যুব কমিটির সভায় অংশগ্রহণকারী	৪৫ জন	৪৫ জন
৪.১১	সামাজিক স্বেচ্ছাসেবা, নেতৃত্ব ও সম্প্রীতি উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণ আয়োজন	৪ ব্যাচ	৪ ব্যাচ
৪.১২	সামাজিক স্বেচ্ছাসেবা, নেতৃত্ব ও সম্প্রীতি উন্নয়ন বিষয়ক প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারী	১০০ জন	১০০ জন

ক্র: নং	কর্মকান্ডের নাম	কর্ম এলাকা ভিত্তিক অর্জন	মোট অর্জন
	প্রবীণ জনগোষ্ঠীর জীবন মান কর্মসূচি	ইন্দুরকানী উপজেলার চন্ডিপুর ইউনিয়ন	
৫.১	ওয়ার্ড ভিত্তিক প্রবীণ ক্লাব সংখ্যা (নারী ও পুরুষ)	৯ টি	৯ টি
৫.২	ওয়ার্ড ভিত্তিক প্রবীণ ক্লাবের সদস্য সংখ্যা	১৮৯ জন	১৮৯ জন
৫.৩	ওয়ার্ড ভিত্তিক প্রবীণ ক্লাবের কার্যকরী কমিটি	৯ টি	৯ টি
৫.৪	ওয়ার্ড ভিত্তিক প্রবীণ ক্লাবের কার্যকরী কমিটির সদস্য সংখ্যা	৯৯ জন	৯৯ জন
৫.৫	প্রবীণ ইউনিয়ন কমিটি	১ টি	১ টি
৫.৬	প্রবীণ ইউনিয়ন কমিটির সদস্য সংখ্যা	১১ জন	১১ জন
৫.৭	প্রবীণ ক্লাবের সভা	৩০ টি	৩০ টি
৫.৮	ক্লাব ভিত্তিক সভায় অংশগ্রহণকারী	২৭৪ জন	২৭৪ জন
৫.৯	প্রবীণ ইউনিয়ন কমিটির সভা	৩ টি	৩ টি
৫.১০	ইউনিয়ন কমিটির সভায় অংশগ্রহণকারী	৩২ জন	৩২ জন

ক্র: নং	কর্মকান্ডের নাম	কর্ম এলাকা ভিত্তিক অর্জন		মোট অর্জন
	ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক বিষয়ক কর্মকান্ড	ইন্দুরকানী উপজেলার ৫টি ইউনিয়নের শিশু, কৈশোর, যুব ও প্রবীণদের অংশগ্রহণ	নাজিরপুর উপজেলার ৯ টি ইউনিয়নের কৈশোর সদস্যদের অংশগ্রহণ	
৬.১	ইউনিয়ন পর্যায়ে আউটডোর ও ইনডোর ভিত্তিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতা ব্যাচ	৫ টি	৯ টি	১৪ টি
৬.২	ইউনিয়ন পর্যায়ে আউটডোর ও ইনডোর ভিত্তিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতার ইভেন্ট সংখ্যা	২০ টি	১০ টি	৩০ টি
৬.৩	ইউনিয়ন পর্যায়ে আউটডোর ও ইনডোর ভিত্তক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতায় প্রতিযোগীর সংখ্যা	২৪১৭ জন	১৩৭৭ জন	৩৭৯৪ জন
৬.৪	প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণকারীদের পুরষ্কার প্রদান	৪৭৪ জন	২৭০ জন	৭৪৪ জন
৬.৫	উপজেলা পর্যায়ে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতা	১ টি	১ টি	২ টি
৬.৬	উপজেলা পর্যায়ে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণকারী	৩৮০ জন	২৫০ জন	৬৩০ জন
৬.৭	উপজেলা পর্যায়ে ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতায় অংশগ্রহণকারীদের পুরষ্কার প্রদান	৮৪ জন	২১ জন	১০৫ জন
৬.৮	উপজেলা পর্যায়ে যুব ও কিশোর-কিশোরী সদস্যদের অংশগ্রহণে মিনি ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগীতা আয়োজন	৩ টি	১ টি	৪ টি
৬.৯	কৈশোর ও সমৃদ্ধি উন্নয়ন মেলা আয়োজন উপলক্ষ্যে স্টল আয়োজন	৫ টি	৫ টি	১০ টি

সম্পাদিত কর্মকান্ড সমূহ

স্বাস্থ্য সেবা ও পুষ্টি বিষয়ক কার্যক্রম

খানা পরিদর্শন

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নে শতভাগ খানার সকল সদস্যের স্বাস্থ্য বিষয়ক তথ্য সংগ্রহ ও চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করাই খানা পরিদর্শনের মূল লক্ষ্য। স্বাস্থ্য পরিদর্শকগণ সাধারণত প্রতিটি বাড়িতে ২ মাসে কমপক্ষে একবার পরিদর্শন করেন। পরিদর্শনকালীন পরিবারের সদস্যদের সাথে আলাপ এবং পর্যবেক্ষণ করে সদস্যদের স্বাস্থ্য, পুষ্টি, স্যানিটেশনের বিভিন্ন তথ্য রেজিষ্টারে লিপিবদ্ধ করেন। গর্ভবতী, শিশু, বৃদ্ধ এবং জটিল রোগীদের ক্ষেত্রে আলাদা তথ্য লিপিবদ্ধ করেন। স্বাস্থ্য পরিদর্শকগণ খানা পরিদর্শন করার সময় ডিজিটাল ইকুইপমেন্টের ব্যবহারে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিনামূল্যে রক্তচাপ, জ্বর, উচ্চতা, ওজনসহ নানাবিধ বিষয় পরিমাপ করেন এবং মাত্র ৩০/- টাকার বিনিময়ে ডায়াবেটিক পরীক্ষা করেন। সকল স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ফলোআপ করে থাকেন। স্বাস্থ্য কর্মকর্তা মাঠ পর্যায়ে গর্ভবতী চেকআপ, অপুষ্টি পরিমাপ, বৃদ্ধদের স্বাস্থ্যগত অবস্থা চেকআপ, জটিল রোগীদের দেখাশুনা করে থাকেন এবং প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে রোগীদের উপযুক্ত স্থানে রেফার করে থাকেন। খানা পরিদর্শনের মাসিক তথ্য বিশ্লেষণ পূর্বক স্যাটেলাইট ক্লিনিক এবং স্বাস্থ্য ক্যাম্পের জন্য ডাক্তার নির্বাচনের ক্ষেত্রে বিশেষত্ব নির্ণয় হয়ে থাকে। চন্ডিপুর ইউনিয়নের প্রতিটি ওয়ার্ডে ১ জন করে অর্থাৎ মোট ৯ জন স্বাস্থ্য পরিদর্শক কর্মরত আছেন।

স্ট্যাটিক ক্লিনিক

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় ইউনিয়নে ৪ বছর মেয়াদী একজন ডিপ্লোমাধারী ডাক্তার রয়েছেন এবং মাঠ পর্যায়ে এখানে ৯ টি ওয়ার্ডে ৯ জন স্বাস্থ্য পরিদর্শক রয়েছেন। সাধারণত প্রত্যেক স্বাস্থ্য পরিদর্শকগণ প্রতি ২ মাসে তার ওয়ার্ডের সকল খানা পরিদর্শন করে থাকেন এবং পরিবারের সকলের রোগব্যাধী ও স্বাস্থ্য সংক্রান্ত তথ্য লিপিবদ্ধ করেন। রোগ সংক্রান্ত তথ্য বিশ্লেষণ পূর্বক রোগীদের প্রাথমিক চিকিৎসা এবং পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার জন্য তাঁরা রোগীদের সমৃদ্ধি অফিসে পরিচালিত স্ট্যাটিক ক্লিনিকে প্রেরণ করেন এবং স্বাস্থ্য কর্মকর্তা রোগীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা এবং চিকিৎসা সেবা দিয়ে থাকেন। সাধারণত প্রতিদিন অপরাহ্নে সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য কর্মকর্তা স্ট্যাটিক ক্লিনিক পরিচালনা করেন এবং সেখানে আগত রোগীদের প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করেন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। জটিল রোগীদের ক্ষেত্রে স্বাস্থ্য কর্মকর্তা উপযুক্ত চিকিৎসালয়ে রেফার করেন।

স্যাটেলাইট ক্লিনিক

পুনর্বিন্যাসকৃত সমৃদ্ধিভূক্ত ইউনিয়নে প্রতি মাসে ২টি করে এমবিবিএস ডাক্তার কর্তৃক স্যাটেলাইট ক্লিনিক পরিচালনা করা হয়। সাধারণত ইউনিয়নের বিভিন্ন জায়গায় রোগ এবং রোগীর প্রকোপ অনুযায়ী স্যাটেলাইট ক্লিনিকের আয়োজন করা হয়। স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের খানা জরিপের ভিত্তিতে রোগের প্রকোপের উপর নির্ভর করে স্বাস্থ্য কর্মকর্তা এই সকল স্যাটেলাইট ক্লিনিকের আয়োজন করে থাকেন। সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য কার্ডধারী পরিবারের সদস্যগণ বিনামূল্যে চিকিৎসা সেবা নেন এবং কার্ড ব্যাতীত পরিবারের সদস্যগণ মাত্র ৩০/- টাকার বিনিময়ে ডাক্তার দেখাতে পারেন। স্যাটেলাইট ক্লিনিক সাধারণত সরকারি হাসপাতালের ডাক্তারই পরিচালনা করে থাকেন। তবে মাঝে মধ্যে সরকারি ডাক্তারগণের ব্যস্ততার কারণে বেসরকারি হাসপাতাল/ক্লিনিকের এমবিবিএস ডাক্তারকে স্যাটেলাইট ক্লিনিকে সংযুক্ত করা হয়।

স্বাস্থ্য ক্যাম্প পরিচালনা

কর্মসূচিভূক্ত জনগণকে স্বল্প ও বিনামূল্যে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার কর্তৃক চিকিৎসাসেবা প্রদানের মাধ্যমে সুবিধা বঞ্চিত জনগণের স্বাস্থ্য ঝুঁকি কমিয়ে আনা এবং উন্নত স্বাস্থ্য সেবা নিশ্চিত করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়ে থাকে। পুনর্বিন্যাসকৃত সমৃদ্ধিভূক্ত ইউনিয়নে প্রতি ৬ মাসে একবার বিশেষজ্ঞ ডাক্তার কর্তৃক স্বাস্থ্য ক্যাম্প পরিচালনা করা হয় অর্থাৎ বছরে ২ টি স্বাস্থ্য ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। প্রতিটি স্বাস্থ্য ক্যাম্পে ২ জন করে বিশেষজ্ঞ ডাক্তার রাখা হয়। স্বাস্থ্য ক্যাম্পে সাধারণত একজন মেডিসিন বিষয়ক ডাক্তার এবং অপরজন অন্য কোনো বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়ে থাকেন। মেডিসিন বিষয়ের পাশাপাশি চক্ষু, ডায়াবেটিক, হৃদরোগ, দন্তরোগ, চর্ম ও যৌন, গাইনী ইত্যাদি বিষয়ে একজন ডাক্তার থাকেন। ক্যাম্প পরিচালনার কয়েক দিন পূর্ব থেকেই লিফলেট, পোস্টার এবং মাইকিং এর মাধ্যমে এ বিষয়ে জনগণকে জানানো হয়। সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য কার্ডধারী পরিবারের রোগীগণ বিনামূল্যে এবং কার্ড ব্যতীত পরিবারের রোগীগণ মাত্র ৩০/- টাকার বিনিময়ে চিকিৎসা সেবা গ্রহণ করে থাকেন।

চক্ষু ক্যাম্প আয়োজন

কর্মসূচিভূক্ত জনসাধারণকে চক্ষু চিকিৎসা প্রদান পূর্বক প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে বিনামূল্যে ছানী অপারেশনের মাধ্যমে স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনার লক্ষ্যে বিনামূল্যে চক্ষু ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়ে থাকে। স্বাস্থ্য পরিদর্শকগণ নিয়মিত খানা পরিদর্শনের সময় সাধারণত চোখের সমস্যাকবলিত রোগীদের আলাদা তালিকা তৈরী করে থাকেন। বছরে সাধারণত একবার চক্ষু ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়ে থাকে। চক্ষু ক্যাম্পের কয়েকদিন পূর্ব থেকেই মাইকিং এবং লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে জনগণকে ক্যাম্পের তারিখ এবং স্থানের বিষয়ে জানানো হয়। প্রতিটা চক্ষু ক্যাম্প স্বনামধন্য বিশেষায়িত চক্ষু হাসপাতালের সাথে আলাদা চুক্তিনামা সম্পাদনের মাধ্যমে পরিচালনা করা হয়। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ চক্ষু

পরীক্ষার আধুনিক যন্ত্রপাতি এবং বিশেষজ্ঞ ডাক্তার কর্তৃক চিকিৎসা সেবা প্রদান করে থাকেন। আগত রোগীদের চোখ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করার পর ছানি পরা রোগীদের আলাদাভাবে বাছাই করা হয় এবং তাঁদের সম্মতিক্রমে আরামদায়ক পরিবহনে করে চক্ষু হাসপাতালে নেয়া হয়। রোগীদের হাসপাতালে ভর্তি করে বিভিন্ন মেডিকেল প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে তাঁদের ছানি অপারেশন করে উন্নত লেন্স পরানো হয়। ক্যাম্পে রোগীদের ডাক্তার দেখানো, হাসপাতালে যাওয়া-আসার পরিবহন খরচ, অপারেশন, লেন্স স্থাপন, চশমা এবং ঔষধ সকল খরচই কর্মসূচির মাধ্যমে বহন করা হয়ে থাকে। রোগীদের নিকট থেকে কোনো খরচ নেয়া হয়না। অপারেশনকৃত রোগীদের এখন পর্যন্ত সফলতার হার প্রায় ১০০%।

পুষ্টি ক্যাম্প

কর্মসূচিভূক্ত জনগনের অপুষ্টি দূরীকরণের মাধ্যমে পুষ্টি চাহিদা পূরণের লক্ষ্যে সচেতন করা এবং পুষ্টি ব্যাবস্থাপনার উপর জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধি করার নিমিত্তে পুষ্টি ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। পুষ্টি ক্যাম্পে শুধুমাত্র অপুষ্টিতে ভোগা শিশু, গর্ভবতী, দুগ্ধদানকারী মা, বয়স্ক ব্যক্তিসহ সকলে অংশগ্রহণ করে থাকে।

পুষ্টি ক্যাম্পে বৃদ্ধিদায়ক, পুষ্টিদায়ক এবং রোগ প্রতিরোধক খাদ্য প্রদর্শন পূর্বক বিশ্লেষণ করে দেখানো হয় এবং শিশুদের খাবার তৈরি প্রক্রিয়া শেখানো হয়। শিশুদের ৬-২৩ মাস বয়স পর্যন্ত বাড়তি খাবারের তালিকা দেখানো হয়। এছাড়া মুয়াক টেপের মাধ্যমে শিশুদের বয়স অনুযায়ী উচ্চতা এবং ওজন পরিমাপ করে অবস্থা বিশ্লেষণপূর্বক পরামর্শ প্রদান করা হয়।

স্বাস্থ্য বিষয়ক উঠান বৈঠক

উঠান বৈঠক পরিচালনার মাধ্যমে অত্যাবশকীয় স্বাস্থ্য সেবা ও পুষ্টি সম্পর্কে জনসচেতনতা বৃদ্ধি করা হয়। ২০-২৫ জন নারী-পুরুষের সমন্বয়ে স্বাস্থ্য কর্মকর্তার উপস্থিতিতে স্বাস্থ্য পরিদর্শক এই উঠান বৈঠক পরিচালনা করে থাকেন। একটি উঠান বৈঠক সাধারণত ৪০-৪৫ মিনিটের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা হয়। বিষয়কে স্পষ্ট ও বোধগম্য করার জন্য সংশ্লিষ্ট বিষয়ের ফ্লিপ চার্ট, ছবি এবং বাস্তব উপকরণ প্রদর্শন করা হয়ে থাকে। অংশগ্রহণকারীগণ নিজেরাই তাঁদের জানা বিষয় ও অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে থাকেন এবং আলোচনা শেষে তাদের ফিডব্যাক নেয়া হয়। প্রতিটা উঠান বৈঠকে অংশগ্রহণকারীদের হাজিরা রেজিষ্টারে হাজিরা নেয়া হয় এবং একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন প্রস্তুত করা হয়।

স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ও স্বাস্থ্য পরিদর্শকদের বিষয় ভিত্তিক মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান

প্রতিবেদনকালীন সময়ে মানসম্মত, দক্ষ, আধুনিক এবং ডিজিটাল স্বাস্থ্য সেবা প্রদানের জন্য স্বাস্থ্য টিমে নিয়োজিত কর্মীদের বিষয় ভিত্তিক স্বাস্থ্য ও পুষ্টি বিষয়ক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। ইউনিয়নে ডিজিটাল স্বাস্থ্য ব্যবস্থাপনা এবং বিষয় ভিত্তিক স্বাস্থ্য বিষয়ক ১ ব্যাচ প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে। ইউপিসি, এইউপিসি এবং সমৃদ্ধি স্বাস্থ্য কর্মকর্তা ফ্যাসিলিটেটর হিসেবে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ তাত্ত্বিক এবং হাতে-কলমে প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণে সংস্থার ঊর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণও উপস্থিত ছিলেন। ২০২৪-২০২৫ অর্থবছরে ৯ জন স্বাস্থ্য পরিদর্শককে ১ দিনব্যাপী বিষয় ভিত্তিক মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

শিক্ষা সহায়তা কার্যক্রম

শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনা

সংস্থা সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় চন্ডিপুর ইউনিয়নে ১৮টি শিক্ষা কেন্দ্রের মাধ্যমে শিশু, ১ম ও ২য় শ্রেণীর সর্বোচ্চ ৩০ জন ছাত্র/ছাত্রীকে (প্রতি শিক্ষা কেন্দ্রে সর্বোচ্চ ৩০ জন) দৈনিক বিকাল ৩:০০টা থেকে ৫:০০টা পর্যন্ত দুই ঘন্টাব্যাপী পাঠদান করা হয়। প্রতিটি শিক্ষা কেন্দ্রের জন্য অভিভাবক কমিটি গঠন করা হয়েছে। এই কমিটির সদস্যগণ স্থানীয় পর্যায়ে প্রতিনিয়ত স্কুলের খোঁজ-খবর নেওয়াসহ ছাত্র/ছাত্রী হাজিরা পর্যবেক্ষণ ও পরামর্শ প্রদান করে থাকেন। এছাড়া প্রবীণ সদস্য এবং যুব সদস্যগণ শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্র পরিদর্শন পূর্বক শিক্ষকদের সহায়তা করে থাকেন।

শিক্ষিকাদের বিষয় ভিত্তিক মৌলিক প্রশিক্ষণ

প্রতিবেদনকালিন সময়ে পাঠদান, শিক্ষা কেন্দ্র পরিচালনা এবং দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সমৃদ্ধি ইউনিয়নে শিক্ষিকাদের বিষয় ভিত্তিক মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেছেন উপজেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার এবং স্থানীয় সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাস্টার ট্রেইনারগণ। এবছর চন্ডিপুর ইউনিয়নের ১৮ জন শিক্ষিকাকে বিষয়ভিত্তিক মৌলিক প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়।

উন্নয়নে যুব সমাজ কার্যক্রম

পুনর্বিন্যাসকৃত সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় উন্নয়নে যুব সমাজ কার্যক্রম একটি অন্যতম উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম। সমৃদ্ধিভূক্ত চন্ডিপুর ইউনিয়নে কার্যক্রমটির সফল যাত্রা শুরু করা হয়। সামাজিক দায়বদ্ধতা ও নৈতিক মূল্যবোধসম্পন্ন দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ আত্মমর্যাদাশীল যুব সমাজ গঠন, যুবদের কর্মসংস্থান ও আয়ের পথ সন্ধানে সর্বাধুনিক তথ্য-প্রযুক্তি, ক্ষুদ্র উদ্যোগ সৃষ্টি, পরিবেশ ব্যবস্থাপনা, উদ্যোগ উন্নয়নে পৃষ্ঠপোষকতা প্রদান এবং শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের মাধ্যমে যুবদেরকে সক্ষম ও আত্মবিশ্বাসী জনশক্তিতে রূপান্তরিত করার লক্ষ্যে যুব কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়। প্রতিবেদনকালিন সময়ে চন্ডিপুর ইউনিয়নের ৯টি ওয়ার্ডে ৯টি যুব ক্লাব গঠন করা হয়, যেখানে ১৮ থেকে ৩৫ বছর পর্যন্ত যুব নারী ও পুরুষ সদস্যপদ লাভ করে। প্রতিটি ওয়ার্ড ভিত্তিক ক্লাবে ১১ সদস্য বিশিষ্ট কার্যনির্বহী কমিটি গঠন করা হয়েছে। অন্যান্য সকল নারী ও পুরুষ সাধারণ সদস্য হিসেবে অন্তর্ভূক্ত হয়।

'সামাজিক স্বেচ্ছাসেবা, নেতৃত্ব ও সম্প্রীতি উন্নয়ন' শীর্ষক যুব প্রশিক্ষণ

উন্নয়নে যুব সমাজ কার্যক্রমের আওতায় যুবদের জন্য 'সামাজিক স্বেচ্ছাসেবা, নেতৃত্ব ও সম্প্রীতি উন্নয়ন' শীর্ষক ২ দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ ছিল একটি উল্লেখযোগ্য ও সময়োপযোগী পদক্ষেপ।

সমৃদ্ধি কর্মসূচির আওতায় চন্ডিপুর ইউনিয়নে ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরে ৪ ব্যাচে ১০০ জন যুব সদস্যদের এই প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। প্রশিক্ষণে বহিঃ রিসোর্স পার্সন হিসেবে উপস্থিত থেকে প্রশিক্ষণ পরিচালনা করেছেন ইন্দুরকানী উপজেলার যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা এবং স্থানীয় মসজিদের একজন অভিজ্ঞ ইমাম। এছাড়াও অভ্যন্তরীণ প্রশিক্ষক হিসেবে ছিলেন সংস্থার উপজেলা কর্মসূচি সমন্বয়কারী ও সহঃ উপজেলা কর্মসূচি সমন্বয়কারী। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে প্রশিক্ষণার্থীগণ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরসহ অন্যান্য সরকারি সুযোগ-সুবিধা এবং তাদের ধর্মীয়, সামাজিক মূল্যবোধ ও অন্যান্য জাতিসত্ত্বার মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রতকরণে দায়িত্ববোধ সম্পর্কে অবগত হয় এবং উজ্জীবিত হয়।

ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতা

উপজেলা পর্যায়ের বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতায় বিভিন্ন ধরনের ইভেন্টের আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগীতায় সমৃদ্ধি শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের শিশু, কিশোর-কিশোরী সদস্য, যুব সদস্য, প্রবীণ সদস্য, অভিভাবক এবং অতিথিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। বয়স ভিত্তিক এসকল অংশগ্রহণকারীদের জন্য ১০০ মিটার

ও ৫০ মিটার দৌড়, পাঞ্জা লড়াই, বালিশ বদল, সঙ্গীত, আবৃত্তি, সাধারণ জ্ঞান, মার্বেল দৌড় ইত্যাদি প্রতিযোগীতার আয়োজন করা হয়। বিভিন্ন ক্যাটেগরীর অংশগ্রহণকারীদের জন্য বিভিন্ন প্রতিযোগীতায় ২টি উপজেলায় যথাক্রমে মোট ২৯৫ জন এবং ২৫০ জন প্রতিযোগী অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগীতা শেষে বিজয়ীদের মাঝে পুরস্কার বিতরণ করা হয়।

সমৃদ্ধি ও কৈশোর মেলা

সমৃদ্ধি কর্মসূচি এবং কৈশোর কার্যক্রমের আওতায় অন্যতম আকর্ষণীয় আয়োজন ছিলো সমৃদ্ধি মেলা ও কৈশোর উন্নয়ন মেলা। মেলা উপলক্ষ্যে সমৃদ্ধি কর্মসূচির বিভিন্ন কার্যক্রম ডিসপ্লে করার জন্য ৫টি স্টল স্থাপন করা হয়। কৈশোর কার্যক্রমের কৈশোর সদস্য এবং যুব কার্যক্রমের যুব সদস্যগণ এ সকল স্টল স্থাপনে স্বতঃস্ফূর্ত অবদান রাখেন। স্টলে কৈশোরদের উদ্ভাবিত বিভিন্ন কার্যক্রম এবং দেয়ালিকা ডিসপ্লে করা হয়। ডাক দিয়ে যাই সংস্থা থেকে আগত উর্দ্ধতন কর্মকর্তাগণ এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের সমন্বয়ে স্টল মূল্যায়ণ কমিটি তৈরী করা হয়। মূল্যায়ণ কমিটি প্রতিটি স্টল নিখুঁত পর্যবেক্ষণ করে ১ম থেকে ৩য় স্থান অধিকারী নির্ণয় করেন এবং তাদের পুরষ্কৃত করা হয়। অনুরূপভাবে নাজিরপুর উপজেলায় কৈশোর উন্নয়ন মেলা আয়োজন করা হয়।

পুরষ্কার বিতরণী ও সমাপনী অনুষ্ঠান

ইন্দুরকানী ও নাজিরপুর উপজেলা পর্যায়ের বার্ষিক ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক প্রতিযোগীতায় বিভিন্ন ধরনের ইভেন্টের আয়োজন করা হয়। প্রতিযোগীতায় সমৃদ্ধি শিক্ষা সহায়তা কেন্দ্রের শিশু, কিশোর ও কিশোরী সদস্য, যুব সদস্য, প্রবীণ সদস্য, অভিভাবক এবং অতিথিবৃন্দ অংশগ্রহণ করেন। প্রতিযোগিতা সমাপ্তির পর পুরষ্কার বিতরণী এবং সমাপণী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। ইন্দুরকানী উপজেলায় আয়োজিত ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক সমাপনী অনুষ্ঠানে বক্তব্য প্রদান করেন অনুষ্ঠানের সভাপতি 'ডাক দিয়ে যাই' সংস্থার উপ-নির্বাহী পরিচালক জনাব মোসাম্মৎ শাহানাজ পারভীন। এছাড়াও অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন সংস্থার সিনিয়র সমন্বয়কারী (এমআইএস) ও সমৃদ্ধি কর্মসূচির ফোকাল পার্সন জনাব শিশির কুমার বিশ্বাস, সিনিয়র সমন্বয়কারী (মনিটরিং) জনাব মুহাম্মদ জাকির হোসাইন। বক্তৃতা শেষে বিভিন্ন ক্যাটেগরীতে বিজয়ীদের হাতে সভাপতি এবং অন্যান্য অতিথিবৃন্দ পুরষ্কার তুলে দেন।

বিডি রুরাল ওয়াশ ফর এইচসিডি প্রকল্প

বাংলাদেশ সরকারের এসডিজি-৬ লক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্যে বিশ্ব ব্যাংক ও Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) এর অর্থায়নে পিকেএসএফ তার সহযোগী প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে BD Rural WASH for HCD প্রকল্প অর্থাৎ 'মানব সম্পদ উন্নয়নে গ্রামীণ পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও স্বাস্থ্য বিধি প্রকল্প' বাস্তবায়ন করছে। প্রকল্পটি 'ডাক দিয়ে যাই' সংস্থা পিরোজপুর জেলার ইন্দুরকানী উপজেলা ও বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ উপজেলায় অবস্থিত মোট ৭টি শাখা কার্যালয়ের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করছে। 'ডাক দিয়ে যাই' সংস্থা প্রকল্পটি নভেম্বর ২০২৩ থেকে পিরোজপুর জেলার ইন্দুরকানী উপজেলা ও বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ উপজেলায় বাস্তবায়ন করছে।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য সমূহ

- বাংলাদেশের নির্বাচিত গ্রামীণ এলাকায় নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন সুবিধার প্রাপ্যতা উন্নত করা;
- পানি সরবরাহ ও স্যানিটেশন খাতে প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা জোরদারকরণ।

প্রকল্পের আওতায় কর্মকান্ড

BD Rural WASH for HCD শীর্ষক প্রকল্পের অধীনে নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, হাত ধোয়ার সঠিক সময় ও কৌশল, শিশুর যত্ন এবং নারীর মাসিককালীন পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার ওপর স্বাস্থ্যবিধি সঠিক পরিচর্যার জন্য প্রয়োজনীয় আচরণগত পরিবর্তনের লক্ষ্যে পারস্পরিক যোগাযোগ ও প্রচারাভিযান পরিচালনার জন্য কমিউনিটি পর্যায়ে উপকারভোগীদের নিয়ে ৫টি বিষয়ের (পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন, হাত ধোয়ার সঠিক সময় ও কৌশল, শিশুর যত্ন এবং নারীর ঋতুকালিন স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা) ওপর Behavior Change Communication (BCC) সেশন পরিচলনা করা হচ্ছে।

প্রকল্পের আওতাধীন কর্ম এলাকা

'ডাক দিয়ে যাই' সংস্থা বর্তমানে পিরোজপুর জেলার পিরোজপুর সদর উপজেলা এবং বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ উপজেলায় সংস্থার ৭টি শাখা কার্যালয়ের মাধ্যমে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। শাখা কার্যালয় সমূহ হলো- ১. বালিপাড়া শাখা; ২. ইন্দুরকানী শাখা; ৩. পাড়েরহাট শাখা; ৪. মোড়েলগঞ্জ শাখা; ৫. জিউধারা শাখা; ৬. ফুলহাতা শাখা; ৭. সন্ন্যাসী শাখা।

BCC সেশন পরিচালনা ঃ

BCC সেশনের মাধ্যমে ৯,২৯৩ জনকে নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় স্যানিটেশন, ৫,৬৬৯ জনকে পানি সরবরাহ, ৮,৪৭৫ জনকে হাত ধোয়ার সঠিক সময় ও কৌশল, ২০০৪ জনকে নারীর ঋতুকালিন স্বাস্থ্যবিধি ব্যবস্থাপনা এবং ৩৬৫৯ জনকে শিশুদের জন্য উন্নত ওয়াশ আচরণ বিষয়ে সচেতন করা হয়। ফলে উপকারভোগীসহ স্থানীয় মানুষের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছে এবং আচরণ পরিবর্তনের প্রমাণ হিসেবে কর্ম এলাকায় দুই গর্ত বিশিষ্ট টয়লেট নির্মাণের চাহিদা সৃষ্টি হচ্ছে। এর পাশাপাশি যে সকল বাড়িতে এক গর্ত বিশিষ্ট টয়লেট ছিল; সেগুলি দুই গর্ত বিশিষ্ট টয়লেটে রূপান্তরের বিষয়ে ব্যবহারকারীদের মধ্যে ইতিবাচক মনোভাব পরিলক্ষিত হচ্ছে।

২০২৪-২০২৫ অর্থবৎসরে প্রকল্পের অর্জন

নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় পানি সরবরাহ		স্যানিটেশন	
উপকৃত পরিবারের সংখ্যা	= ৯৬ টি	দুই গর্ত বিশিষ্ট টয়লেট নির্মাণ	= ৫৯৯ টি
উপকারভোগীর সংখ্যা	= ৪৮০ জন	উপকৃত পরিবারের সংখ্যা	= ৫৯৯ টি
ঋণ বিতরণ	= ৩৬,১৫,০০০/- টাকা	উপকারভোগীর সংখ্যা	= ২,৯৯৫ জন
		ঋণ বিতরণ	= ২,০৬,০৫,০০০/- টাকা

জিআইএস/জিপিএস ভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ অ্যাপ-এ ডাটা আপলোডঃ

প্রতিবেদনকালিন সময়ে সংস্থা প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়িত কর্মকান্ড দুই গর্ত বিশিষ্ট টয়লেট নির্মাণ, নিরাপদ ব্যবস্থাপনায় পানি সরবরাহ এবং বিসিসি সেশন বিষয়ক তথ্য পিকেএসএফ এর জিআইএস/জিপিএস ভিত্তিক পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ণ অ্যাপ-এ নিয়মিতভাবে ছবিসহ আপলোড করে।

উপজেলা সমন্বয় সভাঃ

প্রতিবেদনকালিন সময়ে প্রকল্পের আওতায় পিরোজপুর জেলার ইন্দুরকানী উপজেলায় ৩টি (১১-০৯-২০২৪ খ্রিঃ, ১৩-০১-২০২৫ খ্রিঃ ও ৭-০৫-২০২৫ খ্রিঃ তারিখ) এবং বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ উপজেলায় ১টি (১৪-০১-২০২৫ খ্রিঃ তারিখ) উপজেলা সমন্বয় সভা আয়োজন করা হয়। উপজেলা সমন্বয় সভার মাধ্যমে উপজেলায় বিডি ওয়াশ প্রকল্পের আওতায় প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থা সমূহের কর্মকান্ড বাস্তবায়ন, কাজের অগ্রগতি, প্রকল্প বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সমস্যা উত্তরণ ইত্যাদি বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়।

দুঃস্থ মহিলা কল্যাণ (ভিডব্লিউবি) কর্মসূচি

ভিডব্লিউবি কর্মসূচি বাংলাদেশ সরকারের সর্ববৃহৎ সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচি (Social Safety Net Program), যা শুধুমাত্র গ্রামীণ অতিদরিদ্র পরিবারের দুঃস্থ মহিলা সদস্যদের জীবনমান উন্নয়নের জন্য পরিচালিত কর্মসূচি। এই কর্মসূচির আওতায় দুঃস্থ ও অসহায় এবং শারীরিকভাবে সক্ষম মহিলাদের উন্নয়ন স্থায়ীত্বের জন্য খাদ্য সহায়তার পাশাপাশি তাদের স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে উন্নয়ন প্যাকেজ সেবার আওতায় নির্বাচিত এনজিও-র মাধ্যমে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়। উপকারভোগী মহিলাদের উন্নয়ন প্যাকেজ সেবা সমূহ (যেমন-জীবন দক্ষতা, আয়বর্ধনমূলক প্রশিক্ষণ, সঞ্চয় ও ঋণের সুযোগ সৃষ্টি) প্রদানের লক্ষ্যে বাংলাদেশ সরকারের মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর ও বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা (এনজিও)-র সাথে চুক্তি সম্পাদিত হয়। 'ডাক দিয়ে যাই' সংস্থা ভিডব্লিউবি ২০২৩-২০২৪ চক্র বাস্তবায়নের জন্য বাংলাদেশ সরকারের মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের সাথে চুক্তিবদ্ধ হয়ে ১ আগস্ট ২০২১ থেকে কর্মসূচিটি বাস্তবায়ন শুরু করেছে। উল্লেখ্য, প্রতিটি চক্র দুই বছর অর্থাৎ ২৪ মাস মেয়াদী।

কর্মসূচির সময়কাল

১ আগস্ট ২০২১ হতে ৩১ ডিসেম্বর ২০২৪ পর্যন্ত।

কর্ম এলাকা

পিরোজপুর জেলার পিরোজপুর সদর ও কাউখালী উপজেলা।

অর্থের উৎস

বাংলাদেশ সরকারের মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর।

কর্মসূচির লক্ষ্য

ভিডব্লিউবি উপকারভোগীদের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক উন্নয়ন কর্মকান্ড বাস্তবায়ন করাই হলো কর্মসূচির মূল লক্ষ্য।

কর্মসূচির উদ্দেশ্য

কর্মসূচির মূল উদ্দেশ্য হলো উপকারভোগীদের আত্ম কর্মসংস্থানের বিভিন্ন বিষয়/ট্রেডে (আইজিএ) প্রশিক্ষণ প্রদান, সঞ্চয় সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা এবং ঋণ সহায়তা প্রদান ও খাদ্য বিতরণে অংশগ্রহণ ছাড়াও অন্যান্য সহায়তামূলক সেবা প্রদান করে ভিডব্লিউবি মহিলাদের উপার্জনক্ষম করে গড়ে তোলা এবং সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের মাধ্যমে অর্থনৈতিক ও সামাজিকভাবে ক্ষমতায়িত করা।

উপকারভোগী সংখ্যা

২,৩০৮ জন দুঃস্থ মহিলা।

কর্মসূচির আওতায় কর্মকান্ড

- সংশ্লিষ্ট সরকারি দপ্তর ও ইউনিয়ন পরিষদের সাথে সমন্বয় করে অতি দরিদ্র দুঃস্থ মহিলা নির্বাচন;
- অতি দরিদ্র পরিবারের মহিলা সদস্যদের নিয়ে দল/সমিতি তৈরি করা;
- উপকারভোগীদের আত্ম-কর্মসংস্থানের বিভিন্ন বিষয়/ট্রেডে (আইজিএ) প্রশিক্ষণ প্রদান;
- ইউনিয়ন পরিষদের মাধ্যমে দুঃস্থ মহিলাদের প্রতি মাসে চাল/গম প্রদান;
- সঞ্চয় সংগ্রহ ও ব্যবস্থাপনা।

সম্পাদিত কর্মকান্ডসমূহ

উপকারভোগী দুঃস্থ মহিলাদের প্রশিক্ষণ প্রদান সংক্রান্ত তথ্য

ক্র:নং	প্রশিক্ষণের বিষয়	প্রশিক্ষণে অংশগ্রহণকারীর সংখ্যা (পিরোজপুর জেলার পিরোজপুর সদর ও কাউখালী উপজেলা)	
		লক্ষ্য	অর্জন
জীবন দক্ষতামূলক প্রশিক্ষণ			
১.	এইচআইভি এইডস্ এবং মাদক ও তামাকজাত দ্রব্যের প্রভাব	২৩০৮ জন	২৩০৮ জন
২.	ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য বিধি ও পরিস্কার-পরিচ্ছন্নতা	২৩০৮ জন	২৩০৮ জন
৩.	উদ্যোক্তা উন্নয়ন	২৩০৮ জন	২৩০৮ জন
৪.	আইন সহায়তা	২৩০৮ জন	২৩০৮ জন
৫.	মা ও শিশু স্বাস্থ্য	২৩০৮ জন	২৩০৮ জন
৬.	দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা	২৩০৮ জন	২৩০৮ জন
আয় বৃদ্ধি কর্মকান্ড (আইজিএ) বিষয়ক প্রশিক্ষণ			
১.	গরু-ছাগল পালন	২৩০৮ জন	২৩০৮ জন
	মোট অংশগ্রহণকারী =	**২৩০৮ জন**	**২৩০৮ জন**

দুঃস্থ মহিলাদের কাছ থেকে সঞ্চয় সংগ্রহ বিষয়ক তথ্য

উপকারভোগী দুঃস্থ মহিলাদের ব্যক্তিগত সঞ্চয় করার মানসিকতা তৈরি ও স্বাবলম্বী হওয়ার লক্ষ্যে পুঁজি সৃষ্টির জন্য তাদের কাছ থেকে প্রতি মাসে ২০০/- টা: সঞ্চয় সংগ্রহ করা হয়। নিম্নে প্রতিবেদনকালিন সময়ে সংগৃহিত সঞ্চয় সংক্রান্ত তথ্য উপস্থাপন করা হলো।

উপজেলা	ইউনিয়ন	বাছাইকৃত মোট দুঃস্থ মহিলার সংখ্যা	প্রতিবেদনকালিন সময়ে সঞ্চয় প্রদানকারী মহিলার সংখ্যা
পিরোজপুর সদর	শিকদারমল্লিক	২৯০ জন	২৮৫ জন
	কদমতলা	২২০ জন	২১০ জন
	দূর্গাপুর	২২০ জন	২২০ জন
	কলাখালী	১৬০ জন	১০৫ জন
	টোনা	১৮৫ জন	১৭৬ জন
	শারিকতলা	২৭১ জন	২৭১ জন
	শংকরপাশা	৪০০ জন	৪০০ জন
মোট =	৭টি ইউনিয়ন	১৭৪৬ জন	১৭৪৬ জন
কাউখালী	চিরাপাড়া	৩০২ জন	৩০২ জন
	সয়না রঘুনাথপুর	২৬০ জন	২৬০ জন
মোট =	২টি ইউনিয়ন	৫৬২ জন	৫৬২ জন
	৯টি ইউনিয়ন	২৩০৮ জন	২৩০৮ জন

দুঃস্থ মহিলাদের চাল/গম সহায়তা প্রদান

কর্মসূচির আওতায় প্রতিজন ভিডব্লিউবি কার্ডধারী দুঃস্থ মহিলা খাদ্য সহায়তা হিসেবে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়ন পরিষদ থেকে প্রতি মাসে ৩০ কেজি চাল/গম সংগ্রহ করে। কর্মসূচির নিয়ম অনুযায়ী তারা এই সহায়তা ২ বছর ধরে পাবে।

অন্যান্য তথ্য

দল গঠন

‘ডাক দিয়ে যাই’ সংস্থা কর্ম এলাকায় তালিকাভূক্ত দুঃস্থ মহিলাদের নিয়ে ৭৮টি দল/সমিতি গঠন করেছে। প্রতিটি দলে ৩০ জন দুঃস্থ মহিলা রয়েছে।

কর্মসূচির কর্মকান্ড পরিবীক্ষণ

প্রতিবেদনকালিন সময়ে সংশ্লিষ্ট উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা এবং উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা নিয়মিতভাবে ‘ডাক দিয়ে যাই’ সংস্থা কর্তৃক পরিচালিত জীবন দক্ষতামূলক এবং আয়বৃদ্ধিমূলক কর্মকান্ড বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মকান্ড পরিবীক্ষণ করেন। তারা পরিদর্শন শেষে প্রদানকৃত প্রশিক্ষণ বিষয়ে তাদের পরামর্শ ও মতামত প্রদান করেন, যাতে প্রশিক্ষণের গুণগতমান বজায় থাকে। এছাড়া মাঝে মাঝে ‘ডাক দিয়ে যাই’ সংস্থার কর্মকর্তাগণ প্রশিক্ষণে উপস্থিত থেকে প্রয়োজনীয় দিক্‌নির্দেশনা প্রদান করেন।

পিরোজপুর সদর ও কাউখালী উপজেলায় ইউনিয়ন ভিত্তিক ভিডব্লিউডি কার্ডধারী দুঃস্থ মহিলার সংখ্যা

জেলা	উপজেলা	ইউনিয়ন	কার্ডধারীর সংখ্যা
পিরোজপুর	পিরোজপুর সদর	শিকদারমল্লিক	২৯০ জন
		কদমতলা	২২০ জন
		দূর্গাপুর	২২০ জন
		কলাখালী	১৬০ জন
		টোনা	১৮৫ জন
		শারিকতলা	২৭১ জন
		শংকরপাশা	৪০০ জন
	কাউখালী	চিরাপাড়া	৩০২ জন
		সয়না রঘুনাথপুর	২৬০ জন
	মোট কার্ডধারী =	৯টি ইউনিয়ন	২৩০৮ জন

আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ ২০২৪ উদ্‌যাপন

প্রতিবেদনকালিন সময়ে কর্মসূচির আওতায় ২৫ নভেম্বর ২০২৪ থেকে ১০ ডিসেম্বর ২০২৫ সময়ে পিরোজপুর সদর উপজেলার শিকদারমল্লিক, কদমতলা, দূর্গাপুর, কলাখালী ও শারিকতলা ইউনিয়নে ‘আন্তর্জাতিক নারী নির্যাতন প্রতিরোধ পক্ষ’ উদ্‌যাপন করা হয়। এই উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে সংশ্লিষ্ট ইউনিয়নের ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান/ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান/প্যানেল চেয়ারম্যান এবং কর্মসূচির আওতায় উপকারভোগী দুঃস্থ মহিলাগণ অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে ডাক দিয়ে যাই সংস্থার পক্ষ থেকে সংস্থার সিনিয়র সমন্বয়কারী (এমআইএস) এবং পিরোজপুর জেলা মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তরের উপপরিচালক জনাব মোঃ আলতাফ হোসেন অংশগ্রহণ করেন। অনুষ্ঠানে নারী নির্যাতন প্রতিরোধ বিষয়ে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়।

লার্নিং এন্ড ইনোভেশন ফান্ড টু টেস্ট নিউ আইডিয়াজ প্রকল্প

লিফট্ (LIFT) পিকেএসএফ এর একটি কর্মসূচি। এই কর্মসূচির আওতায় একটি কর্মকান্ড ডিস্যালাইনেশন প্লান্ট স্থাপন (Reverse Osmosis System) করা। 'ডাক দিয়ে যাই' সংস্থা পিকেএসএফ এর আর্থিক সহায়তায় ২০১৬ সালের ডিসেম্বর মাস থেকে বাগেরহাট জেলার মোড়েলগঞ্জ উপজেলার একটি লবণাক্ত প্রবণ এলাকা ১১ নং বহরবুনিয়া ইউনিয়নে এই কর্মকান্ডটি বাস্তবায়ন শুরু করে। 'ডাক দিয়ে যাই' সংস্থা এলাকার জনসাধারণের দাবি ও চাহিদার কথা বিবেচনা করে উল্লেখিত ইউনিয়নের বহরবুনিয়া গ্রামে একটি ডিস্যালাইনেশন প্লান্ট স্থাপন করে। খাবার পানির এই প্লান্টটি স্থাপনের ফলে ১১নং বহরবুনিয়া ইউনিয়ন এবং এই ইউনিয়ন সংলগ্ন ১২নং জিউধারা ইউনিয়নের প্রায় এক হাজার পরিবার সহজে বিশুদ্ধ খাবার পানি পাওয়ার মাধ্যমে উপকৃত হচ্ছে। ২০২০ সালের মে মাসে সংঘটিত ঘূর্ণিঝড় আমফান এর কারণে পানির প্লান্টটির অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতি নষ্ট হয়ে যায়। ফলে এলাকার মানুষ পুনরায় খাবার পানির সংকটে পড়ে। এখানে উল্লেখ্য, বহরবুনিয়া ইউনিয়নের লবণাক্ত পরিস্থিতি তীব্র হওয়ার কারণে পানির প্লান্টের যন্ত্রাংশ অল্প সময়ের মধ্যে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। এ কারণে পানির প্লান্টটি পার্শ্ববর্তী জিউধারা ইউনিয়নে স্থানান্তর করে সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে পুনঃ নির্মাণ করা হয়। বর্তমানে প্লান্টটি সম্পূর্ণরূপে চালু রয়েছে এবং এলাকার মানুষ নিয়মিতভাবে এই প্লান্ট থেকে খাবার পানি সংগ্রহ করছেন।

মাসিক সমন্বয় সভা

এমআরএ-এমএফআই উচ্চশিক্ষা বৃত্তি কার্যক্রম

'ডাক দিয়ে যাই' সংস্থা ২০২০-২০২১ অর্থ বছর থেকে এমআরএ-এমএফআই উচ্চ শিক্ষা বৃত্তি কার্যক্রমের আওতায় মেধাবী ছাত্র-ছাত্রীদের সংস্থার নিজস্ব অর্থায়নে বৃত্তি প্রদান করে আসছে। ২০২৪-২০২৫ অর্থ বছরের মে ২০২৫ পর্যন্ত সংস্থা নিম্নোক্ত ৪ জন মেধাবী ছাত্রীকে মাসিক ভিত্তিতে এমআরএ-এমএফআই উচ্চশিক্ষা বৃত্তি প্রদান করে।

বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীর নাম	অধ্যয়নরত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নাম	অধ্যয়নের বিষয়	মাসিক শিক্ষাবৃত্তির পরিমাণ	মা-বাবার নামসহ স্থায়ী ঠিকানা
শারমিন সুলতানা	সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজ, পিরোজপুর	ব্যবস্থাপনা	৩০০০/-	পিতা- মোঃ সুলতান শেখ, মাতাঃ জেসমিন আক্তার, ৪০১, দক্ষিণ শিকারপুর, পিরোজপুর পৌরসভা, জেলা: পিরোজপুর।
নুসরাত জাহান	সরকারি পাইওনিয়ার কলেজ, খুলনা	ইংরেজি	৩০০০/-	পিতা- মোঃ বাদশা খন্দকার, মাতাঃ রোজিনা খানম, গ্রামঃ চলপুখারিয়া, ডাকঘর: উদয়কাঠী, ইউনিয়ন কলাখালী, উপজেলা: পিরোজপুর সদর, জেলাঃ পিরোজপুর।
সোনিয়া আক্তার	সরকারি সোহরাওয়ার্দী কলেজ, পিরোজপুর	অর্থনীতি	৩০০০/-	পিতা- শহীদুল ইসলাম খলীফা, মাতাঃ মোসা: লুচিয়া, গ্রামঃ হোগলাবুনিয়া, ডাকঘরঃ পাড়েরহাট, উপজেলাঃ ইন্দুরকানী, জেলাঃ পিরোজপুর।
রহিমা আক্তার	সরকারি ইন্দুরকানী ডিগ্রী কলেজ, পিরোজপুর	বিএসএস (পাস কোর্স)	৩০০০/-	পিতা- আজাহার আলী, মাতাঃ মনোয়ারা, গ্রামঃ খোলপটুয়া, ডাকঘরঃ চন্ডিপুরহাট, উপজেলাঃ ইন্দুরকানী, জেলাঃ পিরোজপুর।

দিবস উদ্‌যাপন

অর্থবছরে নতুন শাখা উদ্বোধন

১ জানুয়ারি ২০২৫ খ্রিঃ

১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রিঃ

১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রিঃ

১ ফেব্রুয়ারি ২০২৫ খ্রিঃ

১ মার্চ ২০২৫ খ্রিঃ

Credit Rating Report (2^{nd} Surveillance)
DAK DIYE JAI

Analysts:
Tahmina Islam
tahmina.islam@crab.com.bd

Md. Saiful Alam
saiful.alam@crab.com.bd

Rating		
Long Term	:	A_3
Short term	:	ST-3
Outlook	:	Stable
Date of Rating	:	23 April, 2025
Valid Till	:	9July, 2026

RATING BASED ON: Audited financial statements up to FY2024 and other relevant quantitative as well as qualitative information up to the date of rating declaration. External Auditors name: Islam Jahid & Co.

Methodology: CRAB's Rating Methodology (www.crab.com.bd)

■ **Profile:**

Name	:	DAK DIYE JAI
Legal Statu	:	Non-Government, Non-Profit Voluntary Organization
Year of Incorporation	:	1982
Registered with	:	Microcredit Regulatory Authority (MRA), NGO Affairs Bureau & Social Welfare Dept.
Nature of Business	:	Microfinance Institution
Branches	:	37
Manpower	:	277
Number of Members	:	42,944
Number of Borrowers	:	33,922
Beneficiary	:	n.a
Others/Development Programs	:	All social development programs included ENRICH, LIFT, VGD Adolescent program, Uplifting quality of life of elderly people.

■ **Financial Highlights: (Amount in BDT Mill)**

Period	30/06/2024	30/06/2023	30/06/2022	30/06/2021
Loan Outstanding	1,460.3	1,246.3	1,121.8	936.3
Members Savings	532.1	451.0	418.5	395.1
PAR	153.0	124.6	170.7	261.8
PAR> 180 days (%)	7.2	6.5	10.3	15.5
Risk Coverage Ratio	78.1	66.4	34.0	21.1
Yield on Loan Portfolio (%)	19.8	20.8	18	16.4
Operating Expense Ratio (%)	12.3	13.1	12.5	12.4
Capital Adequacy Ratio (%)	14.7	15	16.3	16.5
Borrowed Fund to Equity (X)	3.2	2.5	2.5	2.6

Strength	Challenges
Fund based income was stable.	Minimum liquidity to savings ratio was 5.37% in FY2024 (PKSF required 10.0%)
Experienced senior management.	Portfolio at risk amplified in FY2024.
Risk coverage ratio improved to 78.1% in FY 2024.	

Managing Director & CEO
Credit Rating Agency
of Bangladesh Ltd.

Dhaka Office-1: Hassan Plaza, (ATN News Building), 53, Kawran Bazar C/A, (5th &10th Floor), 5-C & 11-A, Dhaka-1215, Tel: +880 (2) 41010496, +880 (2) 41010498, +880 (2) 41010499, +880 (2) 41010500
E-mail: jahialif@gmail.com, Web: www.islamjahid.com.bd
Dhaka Office-2: Latif Tower (6th 9th floor), 47, Kawran Bazar, Dhaka-1215
Dhaka Office-3: 128/1, East Tejturi Bazar (1st, 2nd & 3rd Floor), Kawran Bazar, Dhaka-1215, (Behind ATN News Building and La Vinci Hotel)

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT
To the Executive Committee Members of
DAK DIYE JAI

Opinion

We have audited the accompanying Financial Statements of the " Consolidated Accounts " of DAK D1YE JAI which comprise the Statement of Financial Position as at June 30, 2025 and the Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income, Receipts & Payments Account for the year then ended and Notes to the Financial Statements including a summary of significant accounting policies and other explanatory information.

In our opinion, the accompanying Financial Statements present fairly, in all material respects, the Financial Position of the Organization as at June 30, 2025 and the result of its Financial Performance for the year then ended in accordance with International Financial Reporting Standards (IFRSs) and other applicable laws and regulations.

Basis for opinion

We conducted our audit in accordance with International Standards on Auditing (ISAs). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the audit of the Financial Statements section of our report. We are independent of the NGO in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the Financial Statements in Bangladesh, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Other Matter

1. With Regards to Note No.: 24.00 of the Statement of Financial Position of the entity, an amount of Tk. 979,523 has been presented as Accounts Payable. Of this amount, the entity was unable to present us with documents of a payable account of Tk. 50,000 such as ledgers, vouchers, invoices etc. As such, we were unable to verify the balance.
2. As an alternative audit procedure in accordance with ISA 505 External Confirmations, we sent confirmation requests to the respective banks for Cash at Banks. However, we received Three replies of five the mails sent.

   Our opinion is not modified due to this matter.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Financial Statements

Management is responsible for the preparation of this Financial Statements that true and fair view in accordance with the IFRSs and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of the Financial Statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error. In preparing the Financial Statements, management is responsible for assessing the NGO ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to cease the project or has no realistic alternative but to do so. Those charged with governance are responsible for overseeing the Organization's financial reporting process.

Auditor's Responsibility for the Audit of the Financial Statements

Our Objectives are to obtain reasonable assurance about whether the Financial Statements as a whole is free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that include our opinion.

ISLAM JAHID & CO. DHAKA CHARTERED ACCOUNTANTS

Reasonable assurance is a high-level assurance, but it does not guarantee that an Audit conducted in accordance with ISAs will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of this Financial Statements.

As part of an audit in accordance with ISAs, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- identify and assess the risk of material misstatement of the Financial Statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control
- obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion the effectiveness of the Organization's internal control;
- evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management;
- Evaluate the overall presentation, structure and content of the Financial Statements, including the disclosures, and whether the Financial Statements represents the underlying transactions and evens in a manner that achieves fair presentation.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Report on other Legal and Regulatory Requirements:

(a) We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of our audit and made due verification there of;

(b) In our opinion, proper books of account as required by law have been kept by the NGO so far as it appeared from our examination of those books; and

(c) The statement of Financial Position and Statement of Comprehensive Income dealt with by the report are in agreement with the books of account.

Islam Jahid & Co. Chartered Accountants
Firm Registration No. P51964
FRC Enlistment No: CAF-001-131

Place: Dhaka, Bangladesh
Dated: December 08, 2025

ISLAM JAHID & CO. DHAKA CHARTERED ACCOUNTANTS

Md. Jahidul Islam FCA, Managing Partner
Enrollment No.-1008
Partner Enlistment No: CA-001-119
DVC No: 2512081008AS390545

Islam Jahid & Co.
Chartered Accountants

Dak Diye Jai (DDJ)

Bypass Road, Masimpur, Pirojpur

Statement of Consolidated Financial Position

As at June 30, 2025

Particulars	Notes	Amounts in Taka	
		June 30, 2025	June 30, 2024
Property, Plant and Assets			
Non-current assets:			
Property, plant and equipment	6.00	17,386,117	15,455,430
		17,386,117	**15,455,430**
Current Assets:			
Loan to members	7.00	1,727,004,360	1,460,323,446
Short term investment	8.00	140,492,652	113,829,383
Accounts receivables	9.00	9,684,726	19,319,371
Advance and prepayments (Office rent)	10.00	988,500	527,900
Advance Taxt Accounts	11.00	2,515,179	1,027,573
Unsettled Staff Advance	12.00	11,871,101	13,382,764
PF loan to staff	13.00	-	-
PF Loan to MF	14.00	-	-
Loan to Project	15.00	380,000	380,000
Advance and prepayments (Staff)	16.00	-	-
Closing Cash & Bank Balance	17.00	154,893,312	82,097,083
Total Current Assets		**2,047,829,830**	**1,690,887,520**
Total Properties and Assets		**2,065,215,947**	**1,706,342,950**
Capital Fund and Liabilities			
Capital Fund			
Cumulative surplus	18.00	233,245,070	200,212,437
Statutory reserve fund	18.01	25,945,130	22,271,292
		259,190,200	**222,483,729**
Non-Current Liabilities			
Loan from PKSF	19.00	787,362,502	570,229,173
Loan from Bank	20.00	171,946,636	151,926,319
Loan from BNF	21.00	-	5,357,139
Staff Gratuity	22.00	-	-
Total Non-Current Liablities:		**959,309,138**	**727,512,631**

Particulars	Notes	Amounts in Taka	
		June 30, 2025	June 30, 2024
Current Liabilities			
Members Savings Deposits	23.00	596,242,803	532,111,477
Account Payables	24.00	979,523	1,653,254
Risk Management Fund (RMF)	25.00	111,649,887	95,841,641
Loan Loss Provision (LLP)	26.00	130,189,530	119,247,006
Staff PF	27.00	-	-
Loan From PF	28.00	-	-
Advance Grant Receive from PKSF	29.00	-	-
Inactive Member Savings	30.00	4,541,411	4,157,730
Preliminary Deposit	31.00	161	161
Loan From DDJ GF	32.00	1,000	1,000
Loan From DDJ	33.00	432,959	657,595
Provision for MPS Savings Interest	34.00	618,696	324,726
BD Wash Incentive from PKSF (HO)	35.00	1,498,000	1,920,000
BD Wash Incentive From PKSF (Branch)	36.00	563,000	252,000
Total Current Liabilities :		**846,716,608**	**756,346,590**
Total Capital Fund and Liabilities :		**2,065,215,947**	**1,706,342,949**

Senior Coordinator (Finance & Accounts)
DDJ

Executive Director
DDJ

President
DDJ

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

Place : Dhaka, Bangladesh
Dated: December 10, 2025

ISLAM JAHID & CO. ★ DHAKA ★ CHARTERED ACCOUNTANTS

Islam Jahid & Co. Chartered Accountants
Firm Registration No. P51964
FRC Enlistment No: CAF-001-131

Md. Jahidul Islam FCA, Managing Partner
Enrollment No.-1008
Partner Enlistment No: CA-001-119
DVC No: 2512081008AS390545

Islam Jahid & Co.
Chartered Accountants

Dak Diye Jai (DDJ)
Bypass Road, Masimpur, Pirojpur
Statement of Consolidated Profit or Loss and Other Comprehensive Income
For the year ended June 30, 2025

Particulars	Notes	Amounts in Taka	
		June 30, 2025	June 30, 2024
Income			
Service charge on loan	37.00	329,109,558	288,878,521
Interest on FDR	38.00	9,635,619	5,842,542
Bank interest	39.00	1,115,581	232,212
Grant Received	40.00	2,856,724	10,857,186
Grant Received From DWA	41.00	574,550	-
Sale of pass book etc.		431,720	462,485
Income from Training Center		588,000	1,013,000
Write off Loan Recovery	59.00	646,948	1,506,321
Others income		895,459	684,117
Sales of Health Card		6,680	378,940
Grant From BD Wash Project		62,126	107,994
Grant From BCC Campaign		1,529,752	140,752
Income from LIFT Program		18,795	8,040
DDJ Contribution		-	27,500
Total Income		**347,471,513**	**310,139,610**
Expenditure			
Service charge of PKSF loan		44,567,522	32,768,418
Service Charge Paid to BNF (CMSME-UL-BNF)		24,108	125,892
Interest on bank loan		11,642,139	9,504,574
Interest on Members Savings	42.00	37,229,547	30,313,738
Salary and allowance	43.00	126,943,619	122,973,216
Other operational expenses	44.00	41,344,289	37,346,589
Payable Expenses	45.00	375,000	1,595,801
Audit fee		3000	72,500
LIFT Expenses		17,847	123,319
Loan Loss Provision Expenses (LLPE)		28,976,404	37,555,861
Depreciation Expenses		1,422,280	1,365,708
Rebate for all components		17,390,292	15,653,312
Loss on Asset Disposal		156,394	-
Total Expenditure		**310,092,441**	**289,398,927**
Excess of Income over Expenditure		37,379,072	20,740,682
Total Tk.		**347,471,513**	**310,139,610**

Senior Coordinator (Finance & Accounts)
DDJ

Executive Director
DDJ

President
DDJ

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

Islam Jahid & Co. Chartered Accountants
Firm Registration No. P51964
FRC Enlistment No: CAF-001-131

Place : Dhaka, Bangladesh
Dated: December 10, 2025

ISLAM JAHID & CO. DHAKA CHARTERED ACCOUNTANTS

Md. Jahidul Islam FCA, Managing Partner
Enrollment No.-1008
Managing Partner
Partner Enlistment No: CA-001-119
DVC No: 2512081008AS390545

ডাক দিয়ে যাই

বাড়ি নং-১, বাইপাস সড়ক, মাছিমপুর, উপজেলা : পিরোজপুর সদর
জেলা : পিরোজপুর-৮৫০০, বাংলাদেশ
ফোন : +৮৮-০২৪৭-৮৮৯০৬০৩, ০১৮৯৮-৮৪৮২৮৯
ই-মেইল : info@ddjbd.org, ddj_org@yahoo.com
ওয়েবসাইট : www.ddjbd.org